পদার্থই থাকিবে, কেবল আমিই আর থাকিব না ; এই যেন আমার চরম সমাধি হইল। নাস্তিকেরা যেমন বলিয়াছেন— "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে আর কি তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে ? এও যেন ঠিক্ তাহাই। যাহাই হউক আস্তিক সাধক কিন্তু এই অনিত্যবাদের প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া অটলহৃদয়ে বলিতেছেন "শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয় হয়, পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা"

কিছুই একেবারে—কোথাও যায় না, যথাকার বস্তু তথাতেই থাকে, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন হইয়া আসে এই মাত্র। সংসারে সকল যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন হইয়া আসে, পুত্ররূপী জীবের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বার করুণাও তেমনি ফিরিয়া ঘুরিয়া জন্মে জন্মে নূতন হইয়া আসে. কিছুই একেবার চলিয়া যায় না। সাধক এই স্থানে একবার সিদ্ধভক্তের দৈবদৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া লইবেন, শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়—ইহারা—আসে যায় রয় হয়, কিন্তু পুত্রের সাধনা, আর মায়ের করুণা ইহারা কেবলই রয়। তুমি যাহাকে অনিত্য বলিয়া জান, সেই অনিত্য জগতে সকলই অনিত্য, কেবল পুত্রের সাধনা আর মায়ের করুণাই সত্য ; সেই সত্যের অধিকারে সাধকের চক্ষে অনিত্য জগৎও নিত্য হইয়া দাঁড়ায়। আবার অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমোগুণ, ভাবিলেই নিরঞ্জন, এবিপত্তি রবেনা। রজোগুণ তমোগুণ কেবলই সাধনার শত্রু, সুতরাং তাহাদিগকে ত্যাগ কর—যে পথে দস্যুর ভয় আছে, সে পথে চলিওনা। পক্ষান্তরে—ভাবিলেই নিরঞ্জন, এবিপত্তি রবে না। যাঁহাকে ভাবিতে হইবে, তিনি নিরঞ্জন, কোনরূপ অঞ্জন [কালিমা] তাঁহাতে নাই—একেবারে বিশদশ্বেত সুন্দর ; রজোগুণ তমোগুণ ; দুইই যেন অঞ্জনস্থানীয়, সাঞ্জন থাকিয়া নিরঞ্জনের ভাবনা হয় না, সুতরাং বুঝিলাম শুভ্র ব্রহ্মের চিন্তায় শুভ্র সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ

এই ত্রিগুণময়ী মায়ার মধ্যে সত্ত্বগুণ কি বন্ধন নহে? একদিন ত সে সত্ত্বগুণকেও তোমাকে ছাড়িতে হইবে। বলিবে, নিরঞ্জন ভাবিতে ভাবিতে সত্ত্বগুণ আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। আমি বলি, তোমায় যে ভাবনা সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া দিতে পারে, সে কি রজোগুণ তমোগুণকে দেখিয়া এতই ভয় করে যে, তাহারা সেখানে থাকিতে নিরঞ্জনের ভাবনা একেবারে আসিতেই পারে না? ভাবুক! তোমার ভাবনা কেবলই ভাবনাময়, তাই এত ভাবনা। রজোগুণ তমোগুণ কেবলই মিথ্যা সংসারের ভান করায়, তাই তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে এবং নিরঞ্জন ভাবিতে হইবে; এই স্থলেই সাধক বলেন, ভাই! যদি বীর হও— সাধনার শাণিত খড়্গ যদি হস্তে থাকে, তবে দস্যুকে দেখিয়া ভয় কি? দুর্ব্বল কাপুরুষ যে, সেই দস্যু দেখিয়া ভীত হয়, তুমি অভয়ার অভয়নামে নির্ভর করিয়া "জয় জগদম্বা" রবে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হও, বিজয়ভৈরবীর প্রসাদে তোমার বিজয় অব্যাহত; কিন্তু দেখিও, রাজরাজেশ্বরীর রাজ্যে কাহাকেও বধ করিও না। নিজভুজবলে শত্রুকে পদদলিত করিয়া লও, তখন দেখিবে তোমার বীরবীরদর্পে বিমুগ্ধ হইয়া সেই সকল শত্রুই আবার পুত্র মিত্র ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ দাস হইবে। তখন নিত্য অনিত্য উভয়ের লীলাখেলা একত্র দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িবে। মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিও না, তাই সাধক দিগম্বর বলিয়াছেন। অতএব শুন বলি, ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি, সত্যময়ী তত্ত্ব লও, যাবে মিথ্যা ভাবনা" যতক্ষণ সত্যময়ীর তত্ত্ব আসিয়া হৃদয় অধিকার না করে, ততক্ষণই জগৎ মিথ্যা, কেননা, জগৎ তখনও জগৎ। তার পর, সত্য-স্বরূপিণী মায়ের রূপের ছটা আসিয়া যখন হৃদয় ভরিয়া যায়, সাধকের চক্ষু যখন মা-ময় হইয়া উঠে, তখন জগতের এ বিচিত্র চিত্র মায়ের স্বরূপে মিশিয়া যায়। যে দিকে চাই, মা বই আর কিছু নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চক্ষের উপরে মা নাচিতে থাকেন, তাই সাধকের

চক্ষে মা-ময় জগৎ তখন সত্য হইয়া দাঁড়ায়। জগৎ যখন মা-ময়, অথবা মা যখন জগন্ময়ী, তখন সত্ত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ কেহই আর শত্রু নহে। কিছুই আর অঞ্জন নহে। জগৎকে অঞ্জন করিয়া জগৎছাড়া আর একজন নিরঞ্জন দেখিতে হয় না, অঞ্জনরুচিরঞ্জিনী ভক্তভয়ভঞ্জিনী মাকে হৃদয়ে ধরিলে অঞ্জন নিরঞ্জন যাহা কিছু, তখন সে সমস্তই তাঁহার চরণাম্বুজরঞ্জন বই আর কিছুই নহে। সাধকের প্রেম সাগরে যখন ভাবের উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিতে থাকে, তখন সে তরঙ্গরঙ্গে ত্রিভুবন ডুবিয়া যায়। আর তাহারই উপরে ত্রিভুবনমোহিনীর সেই শ্যামসৌন্দর্য্যচ্ছটা আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া সাধক তখন গাহিতে থাকেন—

শ্যামা চরণ শরণ
যে করে, সে নাহি হেরে শমনসদন।

১। শ্যামানামামৃত পানে, যে মজেছে প্রা[illegible]
ধ্যান জ্ঞানে শ্যামাময় জানে, (তার্) জীবনে মরণে শ্যামা শমনের শমন।

২। স্বর্গমর্ত্ত্যের কবাট খুলে, শ্যামানামে নিশান তুলে,
সেত শ্মশানে যায় স্ববলে, শবত্ব হয় না শিবত্ববলে
শব হবে কি? শত শত, শব হয় তার যোগাসন।

৩। হৃদয় পিঞ্জর মাঝে, শ্যামা পাখী যে পুষেছে
শ্যামায় আমায় সদা হেরিছে, আমায় শ্যামায় এক করিছে,
শ্যামা ত তার আমা হয়ে, প্রেমে নাচিছে তখন।

৪। শ্যামা আমার এলোকেশী, শ্যাম করে শ্যাম অসি,
শ্যাম শিরে শোভে শ্যাম শশী, শ্যাম বদনে শ্যাম সুহাসি,
শ্যামাঙ্গিনীর শ্যাম কিরণে, শ্যামাঙ্গ হয় ত্রিভুবন।

৫। শ্যামা আত্মা শ্যামা দেহ, শ্যামা সংসার শ্যামা গেহ,
শ্যামা বই আর ভবে নাই কেহ, শ্যামা বিকারে শ্যামাময় মোহ,
শ্যামারোগে ঔষধি তার, শ্যামানাম সুধা সেবন।

৬। নদনদী পারাবার, প্রলয়ে সব্ একাকার,
শ্যামা চরণে সব্ শবাকার, শ্যামাস্মরণে শ্যামাময় সংসার
শবাকারে শিবাকারে শ্যামাকার দেখিব কথন্ ?।
(গীতাঞ্জলি)

শ্যামা আত্মা, শ্যামা দেহ, শ্যামা সংসার শ্যামা গেহ—
নদ নদী পারাবার, প্রলয়ে সব একাকার—এই দৃশ্য যাঁহার হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তিনি অদ্বৈতবাদী কি স্বয়ং অদ্বৈত, তাহা সাধক মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

বেদ তন্ত্রের ভেদ অভেদ।

সাধক, বৈদিক হউন বা তান্ত্রিক হউন, আনন্দময়ীর প্রসাদে সিদ্ধ হইলে ত সকলের চক্ষেই জগৎ এইরূপ আনন্দময়, কিন্তু বিশেষ এই যে বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধককে সংসারে নরকদর্শন করিতে হয় না। [illegible] সাধকগণ স্ত্রীপুত্রমিত্র ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও বমনের উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দতরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্য্যকারণপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিয়া তর্জনীনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেছেন—ততোধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সংসারের যে বিষয়পঙ্কে লিপ্ত হইয়া তুমি আমি রসাতলযাত্রা করি, তান্ত্রিক সাধক সেই পঙ্কে ডুবিয়াও পঙ্কবিহারী মৎস্যের ন্যায় নিত্যনির্লিপ্ত। তাঁহার সেই স্বচ্ছ সুন্দর নির্ম্মল অন্তঃকরণ কিছুতেই কলুষিত বা কলঙ্কিত হয় না। ঘোরতর তরঙ্গলহরী উঠিলেও তিনি সেই "পদ্মপত্র মিবাম্ভসা"। বৈদিক সাধকের সিদ্ধি হইলে তিনিও তখন সংসারকে ব্রহ্ম বই আর কিছু বলেন না। তবে বিশেষ এই টুকু—যেন বন মধ্যে অতি প্রাচীন রাজকীয় অট্টালিকার অভ্যন্তরে অনন্ত রত্নরাজি সুসজ্জিত রহিয়াছে। সে গুলিকে

একবার যথেচ্ছা দর্শন বা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অট্টালিকার নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতে যেরূপ পূতিগন্ধ উঠিতেছে, তাহাতে এক মুহূর্ত্তও তথায় অবস্থান করা কঠিন। কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকল দিকেই চাহিলাম। দেখিলাম পার্শ্বেই উপরে উঠিবার সোপান রহিয়াছে। নিম্ন ভিত্তিতে অনেক কারুকার্য্য রহিয়াছে, কিন্তু যে দুর্গন্ধ, তাহাতে তথাতে দাঁড়াইয়া একে একে সেই কারুকার্য্যের রচনা কৌশল দর্শন করিয়া সুখী হইব—সে সাধ্য নাই। বিশেষতঃ কারুকার্য্য থাকিলেও তাহার মধ্যে অভ্যন্তর-প্রবেশের দ্বারচিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা ধীরে ধীরে সেই সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্য ক্রমে সৌধশিখরে উঠিয়া দেখিলাম, অট্টালিকা প্রবেশের দ্বার যেন উন্মুক্ত কবাটে দর্শনার্থী গণকে আহ্বান করিতেছে। সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া আবার অভ্যন্তরস্থ নিম্ন সোপান-পরম্পরায় কক্ষে কক্ষে নামিয়া দেখিলাম—রাজাধিরাজের অতুল বৈভবের পূর্ণ পরিচয় নিজ সৌন্দর্য্যচ্ছটায় [illegible]র সমস্ত কক্ষ আলোকিত করিতেছে। বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে দেখিতে দেখিতে যখন নিম্ন কক্ষে অবতরণ করিলাম, অমনি দেখিলাম আমার পার্শ্বস্থিত ভিত্তি ভেদ করিয়া পক্ষদ্বারের দুইটি কবাট দুই দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। আমার মত আর এক জন দর্শক সহসা সেই দ্বার দিয়া অট্টা-লিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি চমৎকৃত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এখানে দ্বার ছিল, তাহা ত জানি না। আমি আসিবার সময় অনেক লক্ষ্যও করিয়াছি, কিন্তু কৈ কারুকার্য্য বই গৃহ প্রবেশের দ্বার ত দেখিতে পাই নাই। আগন্তুক হাঁসিয়া বলিলেন দ্বার অবশ্য ছিল, আপনি দেখিতে পান নাই, ইহাই সত্য। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দেখিতে পাইলেন, আমি দেখিতে পাইলাম না কেন? আগন্তুক বলিলেন আপনি দক্ষিণ পথে আসিয়াছেন, আমি বাম পথে আসিয়াছি।

আমি। বাম দক্ষিণ পথে বিশেষ কি ?।

আগন্তুক। দক্ষিণ পথের কারুকার্য্যে কেবলই ভিত্তিসৌন্দর্য্য, বামপথে সৌন্দর্য্যের উপরে আবার দ্বারসন্ধির সম্মিলন চাতুর্য্য।

আমি। আপনি এ চাতুর্য্য জানিলেন কিরূপে ?

আগন্তুক। গুরুর উপদেশে।

আমি। গুরু জানিলেন কিরূপে ?

আগন্তুক। যিনি এ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই শিল্পি-চূড়ামণির আদেশে।

আমি। ধাক্কা দিলেন আর অমনি কবাট খুলিয়া গেল, না, তালা চাবির আবশ্যক হইয়াছিল ?

আগন্তুক। হইয়াছিল।

আমি। চাবি কোথায় পাইলেন ?

আগন্তুক। গুরুদে[illegible]য়াছেন।

আমি। আপনি এমন দুর্গন্ধে দাঁড়াইলেন কি করিয়া ?

আগন্তুক। দক্ষিণেই দুর্গন্ধ, বামপথ চিরকালই বিকশিত কুসুমের সৌরভে ও সুষমায় আমোদিত এবং আলোকিত।

আমি বিশেষ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! দুইটিই ত রাজঅট্টালিকার পথ, তবে পরস্পর এত তারতম্য কেন ?

আগন্তুক হাঁসিয়া বলিলেন, বামাংশ অন্তঃপুর। যাহারা বিচার প্রার্থী, ভিক্ষার্থী, করদাতা—তাহারাই দক্ষিণ পথের যাত্রী, তাহাদেরই অনুচিত ব্যবহারে কুসংসর্গে দক্ষিণপথের এ দুর্গতি। আর, রাজসংসারের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কখন রাজ—রাজেশ্বরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে এ পথে স্থান পায়।

আমি। রাজসংসারের সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি ?

আগন্তুক। রাণীমা আমার ধর্ম্ম-মা।

আমি। ধর্ম্ম মা, আর ধর্ম্মপুত্র, এ সম্বন্ধ ত আমাদের দেশে অতি

দূরের, আপনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিলেন কি করিয়া ?

আগন্তুক। আমি বলিয়াছি—আমার ধর্ম্ম-মা।

আমি। তাহাতে কি হইল ?

আগন্তুক। আপনি ত বলিয়াছেন, আপনাদের দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধ—অনেক দূরের। আমাদের এ রাজ বাটীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধই অতিনিকট—তাই বলিতেছিলাম, আপনার ধর্ম্মে মা নয়—আমার ধর্ম্ম-মা।

আমি অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিলাম, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংযোগস্থান গুলি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম রেখাগুলির পরস্পর সংযম দেখিলে কারুকরকে অজস্র ধন্য বাদ এবং নিজ অক্ষনয়নকে সহস্র ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। পক্ষদ্বয়ের পার্ষ্ণি ভাগ সকল পরস্পর এমন সংশ্লিষ্ট হইয়াছে যে, সঙ্কেত জানা না থাকিলে তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইবার উপায় নাই। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে ভিত্তির সৌন্দর্য্য বই আর কিছুই বোধ হয় না, অধিকন্তু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সর্পরেখা সকল দেখিলে ও সহসা বিভীষিকাই উপস্থিত হয়। যাহা হউক দেখিয়া শুনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু মনে হইল—পথ থাকিতে এত দূর ঘুরিয়া ফিরিয়া এ পণ্ডশ্রম করিলাম কেন ?

সাধক। এই আমিটি বৈদিক সাধক, আর, ঐ আগন্তুকটি তান্ত্রিক সাধক। অট্টালিকাটি তোমার আমার এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ। অহঙ্কার মায়া মোহ মমতা ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধ নিন্দা ইত্যাদি ইহার চতুর্দ্দিকের পূতিগন্ধ। সাধনক্রম সোপানপরম্পারা, সৌধশিখরস্থিত উন্মুক্ত-কবাট তত্ত্বজ্ঞান, সিদ্ধি বা ব্রহ্মবিভূতি ইহার অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি, বাম দক্ষিণ পথ তন্ত্র ও বেদ, চাবিটি গুরুদত্ত তান্ত্রিক মন্ত্র, ভিত্তির কারুকার্য্য মানবদেহের নির্ম্মাণকৌশল, ভিত্তিস্থ কবাট মূলাধার, সর্পরেখা স্বয়ং কুল-কুণ্ডলিনী, ইহার পর আর যাহা বুঝিবার আছে, অথচ বলিবার নহে, সাধক তাহা আপনি বুঝিয়া লইবেন, এই পর্য্যন্তই আমাদের ইঙ্গিত।

বৈদিক সাধক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া ষট্‌চক্রতত্ত্বসংস্পর্শ

না করিয়া পূতিগন্ধের ভয়ে ক্ষণমাত্রও নিম্নতলে না দাঁড়াইয়া, ঘোর বিরক্তি সহকারে এক উদ্যমে উপরে উঠিয়াছেন, " তত্ত্বমসি " প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে পৌছিয়াছেন ; কিন্তু আবার যখন সেই তত্ত্বমসি জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মবিভূতিরূপে দর্শন করিতেছেন, তখনই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জীবতত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন। পরে নিম্নতল (সংসার) কেন ? তত্রত্য দুর্গন্ধময় ঘোর নরকও তাঁহার চক্ষুতে ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। এই সিদ্ধ-অবস্থার পর জগৎ তাঁহাকে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করে না। বৈদিক সাধক এইরূপে শেষে আসিয়া সংসারে ব্রহ্মবিভূতি সন্দর্শন করেন, অপর দিকে তান্ত্রিক সাধক সংসারেই ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করিতে করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সংসার পূতিগন্ধময় হইলেও তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিব্যগন্ধে আমোদিত, সংসারের সাধ্য নাই যে, সে গন্ধ অভিভূত করিয়া নিজদুর্গন্ধ তথাতে বিস্তৃত করিতে পারে। কস্তূরীমৃগ নরকে গেলেও সে তাহার নিজ সৌগন্ধে পরিপূর্ণ, নৈসর্গিক নিয়মে তাহার নিজনাভিকুহর হইতে যোজনব্যাপী সৌরভ ছুটিতে থাকে— কাহার সাধ্য সে গন্ধের অভিভব করিতে পারে ? তদ্রূপ তান্ত্রিক সাধকেরও নাভিকুহরপ্রান্তে মূলাধারবিবরে যখন কস্তূরীগন্ধ—কুল কুণ্ডলিনী মন্ত্র জাগিয়া উঠে, তখন সে গন্ধে ভুবন ভরিয়া যায়, জগৎ মাতিয়া উঠে, সাধক আপন আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া সংসারময় আনন্দের ছটা বিকীর্ণ করিয়া দেন।

যদি সংসার নরক হইত, তবে ত এই কথা, বস্তুতঃ বিবেকের চক্ষুতে সংসার স্বর্গও নহে, নরকও নহে সংসার কেবল তাহাই, যাহা সংসারের মূল পদার্থ। তুমি আমি, ঘট কুম্ভ স্থালী কপাল যাহাই কেন না বলি, বস্তুতঃ তাহা মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে। কটক কুণ্ডল হার কেয়ূর যাহাই কেন না বলি, বস্তুতঃ তাহা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। নদ নদী সমুদ্র সরোবর যাহাই কেন না

বলি, বস্তুতঃ তাহা যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ পতি, পত্নী পিতা পুত্র, আপন পর, যাহাই কেন না বলি, বস্তুতঃ এ ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি আমি তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি আর নাই করি, জগতে যত ধর্ম্ম, যত ধর্ম্মশাস্ত্র, যত ধার্ম্মিক সম্প্রদায় আছে, প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর—এ জ্বলন্ত সত্যের অপলাপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

" যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা "

অখিলাত্মিকে! কোথাও যে কিছু সৎ বা অসৎ (চৈতন্য বা জড়) বস্তু আছে, যিনি সেই সমস্তের শক্তিস্বরূপিণী, সেই তুমি, স্তবের বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে? সমস্ত জগৎ, এই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেই করিবে, তবে আর নরক বলিয়া দুর্গন্ধ বলিয়া ঘৃণা করিবে কাহাকে? বৈদিক পথে এই তত্ত্বজ্ঞান সাধনার ফল স্বরূপ, তান্ত্রিকপথে ইহা মূল এবং ফল উভয়স্বরূপ। [illegible]দিক সাধক ফলের স্বাদুতা অনুভব করিয়া শেষে মূলে জলসিঞ্চন করেন, তান্ত্রিক সাধক মূলে নিষ্ঠতা না পাইলেও ফলের মাধুর্য্য আকাঙ্ক্ষায় মূলে জলসিঞ্চন করেন—এই জন্য বৈদিকের বৃক্ষে মুকুলোদ্গম হইবার অনেক পূর্ব্বেই তান্ত্রিকের বৃক্ষে ফল পাকিয়া উঠে, বৈদিকের শতবৎসরে যে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তান্ত্রিকের এক বৎসরে সে সিদ্ধি করতলস্থ হয়। এই জন্যই তন্ত্র বলিতেছেন —

কুল ধর্ম্মমহামার্গে গত্বা মুক্তি পুরীং ব্রজেৎ
অচিরান্মাত্র সন্দেহ স্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ।

সংসারের যাত্রী জীব কুলধর্ম্মরূপ মহাপথে গমন করিলে অচিরাৎ মুক্তি পুরীতে প্রবেশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এ জন্য কৌল-ধর্ম্মকে সম্যক্ আশ্রয় করিবে।

অনেকে বলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী এবং সর্ব্বভূতব্যাপিনী

ইহা সকল শাস্ত্রেরই সার সিদ্ধান্ত, কিন্তু যত ক্ষণ সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ তান্ত্রিকমতে সেইরূপ উপাসনাতে ফল কি? এরূপ আপত্তি শুনিয়া অনেক সময়েই হাসি পায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "তিনি সর্ব্বভূতব্যাপিনী" এ জ্ঞান যদি প্রথমেই প্রত্যক্ষ হইল, তবে আর সাধনার প্রয়োজন কি? সে জ্ঞান হয় নাই বলিয়াই ত যত কিছু সাধ্য সাধনা। "জ্ঞান হয় নাই" বলিয়া সাধনানুষ্ঠান হইতে বিরত হইবার কথা নাই, বরং সাধনানুরাগ বর্দ্ধিত হইবারই কারণ আছে। রোগীর অরুচি হইয়াছে বলিয়া অন্নপরিত্যাগের ব্যবস্থা দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে—বরং দিন দিন দুই একটি অন্ন উদরসাৎ করিয়া অভ্যাসবশে যাহাতে অরুচির অপনোদন হয়, সাধু বৈদ্যের তাহাই পরামর্শ। তন্ত্রশাস্ত্রে বৈদ্যনাথও সেই ব্যবস্থাই দিয়াছেন। রোগের অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে ভিন্ন ভিন্ন পথ্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আজ্ কাল্ তান্ত্রিকসমাজে যত কিছু বিভ্রাট বিড়ম্বনা, তাহার মূল কেবল ঐ পথ্যের বিশৃঙ্খলা, রোগী লো[illegible] বশবর্ত্তী হইয়া কুপথ্য ভোজন করিবে—স্থানীয় চিকিৎসক যাঁহারা আছেন তাঁহারাও কোন না কোন স্বার্থের জন্য (হয়ত রোগীর অবস্থা জানিয়া শুনিয়াও) ঐ মতে মত দিবেন, শেষে মরণের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে বাহিরের কত গুলি বাজে-লোক আসিয়া বলিবে—আর কারও দোষ নয়—এ কেবল ঐ চিকিৎসা-শাস্ত্রের দোষ। তদ্রূপ, শিষ্যের লোভে, গুরুর দোষে আজ্ কাল সাধক সম্প্রদায়ে যত অকালমরণ ঘটিতেছে, বাহিরের কত গুলি বাজারের লোক তাই দেখিয়া মনে করিতেছে—"কারও দোষ নয়, এ কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেরই দোষ" আবার তাই শুনিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ আজ্ কাল্ জিজ্ঞাসা করেন—"তান্ত্রিকমতে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কি হয় না?" বলিহারি সিদ্ধান্ত!! আমরা বলি ঔষধসেবন করিলেই পথ্যাপথ্যের বিচার করিতে হয়, কায্ কি অত গণ্ডগোলে? চিকিৎসা না করিলে কি হয় না? তুমি আমি শিবের দোষ দেই, শাস্ত্রের দোষ দেই, ভুক্তভোগী রোগী কিন্তু কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—

" আর কার দোষ দিব গো মা!
আমি আপনদোষে আপ্‌নি মলেম্।
(আমি) আমার হয়ে, তোমার ক'য়ে, মিথ্যা দায়ে ধরা প'লেম"।

প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, রোগী ও রোগ দুই জনে যদি এক দিকে হয়, তবে চিকিৎসকের পিতা পিতামহেরও সাধ্য নাই যে, তাহার আরোগ্য করে—কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে আজ্ কাল্ রোগী, রোগ এবং চিকিৎসক তিন জনেই এক দিকে, এ অবস্থায় এখনও যে দুই একটি আরোগ্য পাইতেছে—ইহাও জানিও শাস্ত্রের অমোঘ উপযোগিতা!!

তন্ত্র প্রামাণ্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তর সম্মতি।

" সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য "

" অগ্নি জ্বালিয়া দাও " বলিয়া বায়ুকে কে অনুরোধ করিয়া থাকে? প্রধূমিত অগ্নি দেখিলে বায়ু যেমন আপনা হইতেই তাহাতে সহযোগী হইয়া গ্রাম, নগর, বন উপবন ভস্মসাৎ করে, কালের কুটিল প্রভাবে ধর্ম্ম বিপ্লবের সূত্রপাত হইলেও তেমনই চতুর্দ্দিক্ হইতে সন্দেহ বিতর্ক অবিশ্বাস আসিয়া মানবের স্বর্গীয় বিভবপূর্ণ সুসজ্জিত অন্তঃকরণকে অধর্ম্ম-অনলে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে। দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে অগ্নিসংযোগ হইলেও সেই অগ্নি ক্রমে যেমন রাজকীয় নিকেতন পর্য্যন্ত অঙ্গারময় করিয়া তুলে, ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে তদ্রূপ অবিশ্বাস অঙ্কুরিত হইলেও মহাধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতের হৃদয় পর্য্যন্ত তেমনি বিচলিত করিয়া তুলে। দাহ্য বস্তু নিজে দগ্ধ হয়, আবার যে তাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেও দগ্ধ করে; তদ্রূপ অবিশ্বাসী পুরুষ নিজে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, আবার যে তাহার সংসর্গ করে, তাহাকেও নাস্তিকরূপে পরিণত করে। এই জন্য বেদ তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নীতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাল ক্রমে সমাজ বহু দিন হইতে সাধুদর্শনে বঞ্চিত

হইয়া আসিতেছে, অধিকন্তু অসাধুগণ সদম্ভে সাধুর আসন আক্রমণ করিয়া নিজে প্রতারিত হইয়াও সমাজকে প্রতারিত করিতেছেন। সারোবরের তীরে বসিয়া ঋষিগণ, দেবলোক পিতৃলোকের পূজা করিয়া জলমধ্যে নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন দিতেন—সেই লোভে সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সলিলচারী মীনগণ দলে দলে তটসন্নিকটে আসিয়াছে—ঋষি চলিয়া গিয়াছেন, আজ্ যে সেই আসনে ধীবর আসিয়া জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, নির্ব্বোধ মীনদল তাহা জানে না। যাঁহারা তপস্যা করিয়া দেবতার প্রসাদ জীবজগতের কল্যাণের নিমিত্ত বিতরণ করিতেন, তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছেন, আজ্ সেই স্থানে যাঁহারা স্বার্থ জাল বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাদের অভিসন্ধিভেদ করা সাধারণ সমাজের সাধ্য নহে। অধিকন্তু ইঁহারাই এক এক সম্প্রদায় এক এক শাস্ত্রের সেনাপতি। অধিকাংশ সময়ে ইঁহাদের মুখেই শুনিতে পাই-তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত নাকি শাস্ত্রান্তরের সহানুভূতি নাই, সুতরাং উহা সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রান্তর বলিতে প্রধানতঃ বেদ পুরাণ জ্যোতিষ, ও তদনুবর্ত্তী ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র প্রভৃতি। রাজবিপ্লব ও ধর্ম্ম বিপ্লবের নিদারুণ আঘাতে সকল শাস্ত্রেরই কিয়দংশ কিয়দংশ অবশিষ্ট—আর সমস্তই লোপাপন্ন, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কতগুলি অর্দ্ধলুপ্ত, কতগুলি প্রায় লুপ্ত। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ব বেদ প্রায় লুপ্ত। তন্ত্র পুরাণ জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদের কিয়দংশ মাত্র অবিশিষ্ট। এই ভগ্নাবশেষ স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি নির্ভর করিয়াই আজ্ কাল্‌কার যাহা কিছু সমালোচনা। হয় ত একটি শাস্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ঘটনাক্রমে এখন হয় ত তাহার আদি ভাগ, মধ্য ভাগ অথবা অন্তভাগের কিয়দংশ গ্রন্থ মাত্র পাওয়া যায়, সেই অংশবিশেষে যাহার উল্লেখ আছে, তাহাই সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, তদতিরিক্ত আর কিছু নাই—এরূপ মন্তব্য যে নিতান্তই অপসিদ্ধান্ত, বুদ্ধিমান্ মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাহা কিছু শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই ভগ্নাংশের মধ্যে তন্ত্রের প্রামাণ্য উল্লেখ থাকিলেই তন্ত্রপ্রমাণ, আর না থাকিলেই নয়, এরূপ মীমাংসাও অপরিণামদর্শিতার পরিচয় মাত্র। তার পর—এই সকল প্রচলিত শাস্ত্র যদি তন্ত্রকে কোথাও অপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তন্ত্র সপ্রমাণ হইয়া উঠেন, কেন না, যে শাস্ত্র তন্ত্রকে খণ্ডন করিতেছেন, তিনি অবশ্যই তন্ত্রের পরবর্ত্তী, তাঁহার পূর্ব্বে তন্ত্রমত প্রচলিত না থাকিলে, তিনি খণ্ডন করিবেন কাহার? আর্য্যমতে শাস্ত্র সকল অনাদি সিদ্ধ, সুতরাং কেহ কাহারও পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এখনও যাহা অবশিষ্ট এবং প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় সকল শাস্ত্রেই সকল শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই, পরস্পর পরস্পরের সহিত নিগূঢ়বন্ধনে সংশ্লিষ্ট—ইহার একটি, বন্ধনচ্যুত হইলেই হইলেই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং আর্য্য শাস্ত্র দ্বারা আর্য্য-শাস্ত্রের খণ্ডন অসম্ভব। তথাপি আজ্ কাল্ আমরা তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধে "শাস্ত্রান্তরের মত" বলিয়া যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখিতে পাই—তাহা আর্য্য শাস্ত্রের মত নহে—অনার্য্য বুদ্ধির বৃত্তিবিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ আর্য্যে শাস্ত্রে তন্ত্রমতের বিরোধ কোথাও আছে কি না, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমরা সাধকবর্গের সম্মুখে উপনীত করিতেছি, ইহার দ্বারা তাহারাই তন্ত্রসম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরের সম্মতি পরীক্ষা করিবেন।

উপনিষদের অনুবাদ—

পরমশিব ভট্টারক শ্রুতি—অষ্টাদশবিদ্যা এবং সমস্ত দর্শনকে লীলা দ্বারা তত্তদবস্থাপন্ন হইয়া প্রণয়ন করিয়া সবিমতি ভগবতী স্বাত্মাভিন্না কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পঞ্চমুখের দ্বারা পঞ্চ আম্নায় পরমার্থ স্বরূপ প্রণয়ণ করিয়াছেন।

ভট্টারক (সর্ব্বশাস্ত্র নিয়মকর্ত্তা) শ্রুতি-অষ্টাদশবিদ্যা (শ্রুতি প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ বিদ্যা—যথা ঋক্ সাম অথর্ব্ব যজুঃ এই চতুর্বেদ,

যথাক্রমে চতুর্ব্বেদের উপবেদ চতুষ্টয় যথা—আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ, দণ্ডনীতি, ধনুর্ব্বেদ ৪। বেদাঙ্গ ষট্—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ ৬। পুরাণ ন্যায় মীমাংসা এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র) ষড়্দর্শন—(বেদান্ত যোগ সাংখ্য মীমাংসা বিশেষ ন্যায়) তত্তদবস্থাপন্ন [তত্তৎ শাস্ত্রকার ঋষিরূপে অবতীর্ণ] সবিষত্তি [উৎকণ্ঠিতা] ভগবতী [সচ্চিদানন্দরূপিনী] স্বাত্মাভিন্না [নিজ পরমাত্ম স্বরূপা]

ষট্চক্রভেদ যে তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, সেই ষট্চক্রভেদের আদি সূত্র উপনিষদ্ হইতেই নিস্ক্রান্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ বেদ মন্ত্র পুস্তকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। উদাহরণ স্বরূপ তাৎপর্য্য মাত্র উল্লিখিত হইল—

একাধিক শতনাড়ী (শিরা) পুরুষের হৃদয় মূল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল এক সুষুম্না নাড়ী মস্তকভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সেই নাড়ীর অবলম্বনে সঞ্জীবনী শক্তি উর্দ্ধগামিনী হইলে জীব, সূর্য্যলোক দ্বার ভেদ করিয়া অমৃতত্ব [মুক্তি] লাভ করে। অন্যান্য সমস্ত নাড়ীই জীবের সংসারাবৃত্তির হেতু, এক মাত্র সুষুম্নাই কেবল মুক্তিপথ।

প্রশ্নোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রেও এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। কালিকোপনিষদ্, তারোপনিষদ্, নারায়ণোপনিষদ্, শিবোপনিষদ্ নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতিতে কেবল তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি মন্ত্র ধ্যান উপাসনা ইত্যাদিরই সার সংক্ষেপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই। তদ্ভিন্ন, মারণ উচ্চাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদে কথিত হইয়াছে, আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কত শত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে ? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন,

বেদের সর্ব্বস্বসারসম্পত্তি প্রণবও যে, তন্ত্র মন্ত্রাতিরিক্ত নহে—সাধক-বর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন ।

নারদপঞ্চরাত্রে—তৃতীয়াধ্যায়ে—

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূর মনাহতং ।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্চক্রঞ্চ বিভাব্যচ ।
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যাচ সহিতং পরমেশ্বরং ।
সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং ।
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌশেয়বাসসং ।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভং ।

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য এই ষট্ চক্র বিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদলপদ্মস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিবেষ্টিত সস্মিত সুন্দর শুদ্ধ দ্বিভুজ নবীনজলদপ্রভ পীতকৌশেয়বসন নিজপ্রভু [উপাস্যদেবতা] শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ।

চতুর্থাধ্যায়ে—লক্ষ্মীর্মায়া কামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং তথা

বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রঞ্চ মন্ত্ররাজং মনোহরং ।

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র কথিত হইয়াছে ।

বরাহপুরাণে—

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোপি বা প্রিয়ে ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্ত শ্চণ্ডালোপি যদৃচ্ছয়া ।
এবং জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ ।
বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে ! আগমোক্তেন বা পুনঃ ।

প্রিয়ে ! চণ্ডালও যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন, তবে তিনি, সম্যক্ স্মৃত, কীর্ত্তিত, দৃষ্ট অথবা স্পৃষ্ট হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে জগৎ পবিত্র করেন । ভদ্রে ! ভগবদ্ভক্তির এই অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়া বুধগণ বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধি দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করিবেন ।

কালিকাপুরাণে—শারদীয়—অধিকারে—

ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ।

দেবীকে দশভুজাধ্যান করিবে এবং দুর্গাতন্ত্র অনুসারে পূজা করিবে।

স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে শিবকবচে ভগবান্ মহেশ্বরের যে সকল বীজ মন্ত্র এবং মূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই তন্ত্রানুপ্রাণিত। পদ্ম পুরাণে উত্তরখণ্ডে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু! কৃতং সর্ব্বমনর্থকং
পশুযোনি মবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো নরো মৃতঃ।
বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং শ্রীগুরোর্ব্বিনা
বিনা শ্রীবৈষ্ণবং ধর্ম্মং কথং ভাগবতো ভবেৎ।

বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত ধর্ম্মকার্য্য সমস্ত ব্যর্থ হয়। দীক্ষাহীন নর মরণের পর পশুযোনি লাভ করে। বৈষ্ণবী দীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতিরেকে জীব ভাগবত হইবে কিরূপে?

দেবীভাগবতে—

এবং সত্যযুগে সর্ব্বে গায়ত্রীজপতৎপরাঃ
তারহৃল্লেখয়োশ্চাপি জপে নিষ্ণাত মানসাঃ।

এইরূপ, সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীজপতৎপর এবং তার ও হৃল্লেখ মন্ত্রের জপে নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। হৃল্লেখ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র। এতদ্ভিন্ন দেবীভাগবতোক্ত উপাসনাকাণ্ড সমস্তই তান্ত্রিক বীজমালায় বিভূষিত।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বণি দক্ষং প্রতি শ্রীমন্মহেশ্বর বাক্যং—

ভূয়শ্চ তে বরং দদ্মি তং ত্বং গৃহ্নীষ্ব সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
বেদাৎ ষড়ঙ্গাদুদ্ধৃত্য সাংখ্যযোগাচ্চ যুক্তিতঃ।

তপঃস্থ তপ্তং বিপুলং দুশ্চরং দেবদানবৈঃ।
অপূর্ব্বং সর্ব্বতো ভদ্রং বিশ্বতোমুখমব্যয়ং
অব্দৈ র্দশার্দ্ধসংযুক্তং গূঢ় মপ্রাজ্ঞনিন্দিতং।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈ র্বিপরীতং ক্বচিৎ সমং
গতান্তৈ রধ্যবসিত মত্যাশ্রম মিদং ব্রতং।
ময়া পাশুপতং দক্ষ শুভ মুৎপাদিতং পুরা
তস্য চীর্ণস্য তৎসম্যক্ ফলং ভবতি পুষ্কলং।
তচ্চাস্তু তে মহাভাগ ত্যজ্যতাং মানসো জ্বরঃ
এব মুক্ত্বা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শন মনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ।

দক্ষযজ্ঞপ্রস্তাবে দক্ষের প্রতি ভগবান্ মহেশ্বরের বাক্য—

হে সুব্রত! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং প্রসন্নবদন ও একান্তমনা হইয়া সেই বরবার্ত্তা শ্রবণ কর। ষড়ঙ্গ বেদ এবং সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যুক্তি পূর্ব্বক উদ্ধৃত, দেবদানবগণ কর্ত্তৃক দুশ্চর বিপুল তপস্যায় অনুষ্ঠিত, অপূর্ব্ব বিশ্বতোমুখ অব্যয়, দশার্দ্ধ [পঞ্চ] বর্ষে সম্পাদনীয় গূঢ় অপ্রাজ্ঞনিন্দিত, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিপরীত এবং ক্বচিৎ তাহার অনুযায়ী, অমৃত্যুভীত মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অধ্যবসিত আশ্রমধর্ম্মের অতীত এই শুভ পাশুপত ব্রত পুরাকালে মৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, সেই মহাব্রত সম্যক্ আচরিত হইলে যে বিপুল ফল হয়, মহাভাগ দক্ষ! সেই ব্রতের অনুষ্ঠান না করিয়াও আমার প্রসাদে তুমি তাহার ফলভাগী হও। যজ্ঞভঙ্গজন্য মানসিক সন্তাপ পরিহার কর। অমিতবিক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষ প্রজাপতিকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া সপত্নীক এবং সহানুগ অন্তর্হিত হইলেন। সাধক মণ্ডলী বুঝিবেন—এ পাশুপত মহাব্রত তন্ত্রোক্ত কি না? এতদতিরিক্ত আরও অনেক স্থান আছে—যাহা নিতান্ততন্ত্রানুগত, সমস্ত স্থানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর মহাভাগবত। জগদম্বার অধিষ্টান পদ্মের সহস্রদলে যাহা নিত্য বিন্যস্ত, ভগবান্ বেদব্যাস যে মহা পুরাণকে তন্ত্রেরই রূপান্তর বলিয়া দর্শন এবং প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে তন্ত্রানুগত এ কথা বলাই পুনরুক্তি, উক্ত গ্রন্থের কোন একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই—আদ্যন্ত সমস্ত গ্রন্থই প্রমাণ।

যোগ শাস্ত্র পাতঞ্জলদর্শনে কথিত হইয়াছে—

জন্মৌষধি মন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।

জন্মজ, ওষধিজ, মন্ত্রজ, তপোজ, সমাধিজ, এই পঞ্চপ্রকার সিদ্ধি। কেহ জন্মাবধি সিদ্ধ, কপিল প্রহলাদ শুক প্রভৃতি। কেহ ওষধিবিশেষের সেবনে সিদ্ধ, মাণ্ডব্যাদি ঋষি। কাহারও মন্ত্রজপের দ্বারা সিদ্ধি, সিদ্ধ সাধক বর্গ। কেহ তপোবলে সিদ্ধ, বিশ্বামিত্রাদি। কেহ বা সমাধিবলে সিদ্ধ, যোগিবর্গ।

এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধিই পূর্ব্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসের ফল, ইহ-জন্মে কেবল জন্ম ওষধি মন্ত্র প্রভৃতি কারণের সাহায্যে অভিব্যক্ত এই মাত্র। এই মন্ত্র জপজন্য সিদ্ধি, মন্ত্র শাস্ত্র তন্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব। আবার তন্ত্রমতে ইহাও প্রধানা সিদ্ধি নহে, সিদ্ধির দ্বিতীয় অভ্যুদয় মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধ নির্ম্মাণ এবং পারদ-ভস্ম প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল উপাসনার অনুষ্ঠান উল্লিখিত হইয়াছে-সে সমস্তই তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া এবং তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রাদির অবলম্বনে বিহিত, ইহা সাধু বৈদ্য মাত্রেই অবগত আছেন, বিজ্ঞ সাধক মণ্ডলীর ও তাহা অবিদিত নহে, আমরা প্রকাশ্যভাবে সে সকল বীজমন্ত্রাদির উল্লেখে অসমর্থ হইয়া বিরত হইলাম, অধিকারী অনুসন্ধিৎসুগণ, উক্ত শাস্ত্র সকল অবলোকন করিলে ইহার রাশি রাশি প্রমাণ পাইবেন।

জ্যোতিষে—বিদ্যারম্ভকর্ণবেধৌ চূড়োপনয়নোদ্বহান্।

তীর্থস্নান মনাবৃত্তং তথানাদিসুরেক্ষণং।

পরীক্ষারাম কূপাংশ্চ পুরশ্চরণ দীক্ষণে।

মলমাসাদি অশুদ্ধকালে, বিদ্যারম্ভ কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন বিবাহ, অনাবৃত্ত তীর্থে স্নান, অনাদিদেবতাদর্শন, পরীক্ষা, আরাম, কূপ, পুরশ্চরণ, দীক্ষা এই সকল কার্য্য বর্জন করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র নিত্যপ্রমাণ না হইলে তন্ত্রসিদ্ধ দীক্ষা এবং পুরশ্চরণ প্রমাণ হইল কিরূপে ?

স্মৃতি—অগস্ত্যসংহিতা—

যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনো মনুং।

* * * * *

দদাতীষ্টং গৃহীতং যত্তস্মিন্ কালে গুরোর্নৃযু।

সিদ্ধি র্ভবতি মন্ত্রস্য বিনায়াসেন সেব্যতঃ।

সন্তুষ্ট এবং প্রসন্নবদন হইয়া গুরু যে কালে মন্ত্রপ্রদান করেন, * * * * * ইত্যাদি উপক্রম করিয়া সূর্য্যগ্রহণ কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—সেই কালে গুরু হইতে মানব কর্ত্তৃক যে মন্ত্র গৃহীত হয়, সে মন্ত্র সাধকের অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

মহাকপিল পঞ্চরাত্রে—

এবং নক্ষত্রতিথ্যাদৌ করণে যোগবাসরে।

মন্ত্রোপদেশো গুরুণা সাধকস্য শুভাবহঃ।

উক্ত নক্ষত্র, তিথি, করণ, যোগ, বার ইত্যাদিতে গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশ হইলে তাহা সাধকের শুভাবহ।

পিঙ্গলামতে—নাধ্যাতো নার্চ্চিতো মন্ত্রঃ সুসিদ্ধোপি প্রসীদতি।

সুসিদ্ধ মন্ত্র অভ্যস্ত এবং অর্চ্চিত না হইলেও প্রসন্ন হয়।

মন্ত্রমুক্তাবলী (অশৌচাধিকারে)

জপো দেবার্চ্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।

নাস্তি পাপং যত স্তেষাং সূতকং বা যতাত্মনাং।

দীক্ষিত মানবগণ যথাবিধি মন্ত্রজপ এবং দেবতার অর্চ্চনা করিবে, যে হেতু দীক্ষিত যতাত্মার পাপ বা অশৌচ নাই।

নারদ বচন—অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাং।

অনন্তর অশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে আগমোক্ত পূজার ব্যবস্থা কহিতেছি।

এতদ্ভিন্ন, ব্রহ্ম পুরাণ, শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ আদিত্য পুরাণ বায়ু পুরাণ লিঙ্গ পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, মৎস্য সূক্ত, শিবরহস্য, শিবসংহিতা, ঈশান সংহিতা, শিব ধর্ম্ম ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহে এ সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে তন্ত্রতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দেওয়া কঠিন, এ জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

অতঃপর, যাঁহারা শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, নিয়ন্তা, স্থাপয়িতা, প্রতি-শাস্ত্রের অভ্যাসে অধ্যয়নে সাধনা সিদ্ধিতে যাঁহারা গুরুপরম্পরারূপে জগৎ পূজিত, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, লোক রক্ষার জন্য, শাস্ত্রপ্রচারের জন্য যাঁহারা দেবীলোক, দেবলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখন তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত সিদ্ধ সাধিকা ছিলেন কি না, প্রসঙ্গ-ক্রমে সে কথারও উল্লেখ আবশ্যক। ইহাঁদের পরবর্ত্তী সাধক সম্প্রদায়ের কথা আমরা এক্ষণে কিছু উল্লেখ করিব না, শাস্ত্র যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্প্রতি প্রদর্শনীয়।

কুল চূড়ামণৌ—

উপাসকান্ মহাদেব শৃণুষ্বৈকমনাঃ স্বয়ং।
মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মন্মথ স্তদনন্তরং।
লোপামুদ্রা মণির্নন্দী শক্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা।
ক্রোধভট্টারকশ্চৈব পঞ্চমীচ প্রকীর্ত্তিতা।
দুর্ব্বাসা ব্যাস সূর্য্যৌচ বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
ঔর্ব্বো বহ্নির্যমশ্চৈব নির্ঋতো বরুণস্তথা।
অনিরুদ্ধো ভরদ্বাজো দক্ষিণা মূর্ত্তিরেবচ।
গণপাঃ কুলপাশ্চৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সরস্বতী।

ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্মত্তঃ কুলভৈরবঃ।
ক্ষেত্রপালো হনুমাংশ্চ দক্ষো গরুড় এবচ।
কাশ্যপঃ কৌৎস কুম্ভৌচ যমদগ্নি র্ভৃগুস্তথা।
বৃহস্পতির্যদুশ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বৃষাকপিঃ।
দুর্য্যোধন স্তথা কুন্তী সীতা চ রুক্মিনী তথা
সত্যভামা দ্রৌপদীচ উর্ব্বশীচ তিলোত্তমা।
পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দরঃ।
কৈলাসঃ ক্ষীরসিন্ধুশ্চ উদধির্হিমবাংস্তথা।
নারদশ্চ মহাবীরাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ।
মহাবিদ্যা প্রসাদেন স্বস্বকর্ম্মসমাহিতাঃ।

মনু চন্দ্র কুবের মন্মথ লোপামুদ্রা মণি নন্দী শক্র স্কন্দ শিব ক্রোধ-ভট্টারক পঞ্চমী দুর্ব্বাসা ব্যাস সূর্য্য বশিষ্ঠ পরাশর ঔর্ব্ব বহ্নি যম নির্ঋত বরুণ অনিরুদ্ধ ভরদ্বাজ দক্ষিণামূর্ত্তি গণপগণ কুলপগণ লক্ষ্মী গঙ্গা সরস্বতী ধাত্রী শেষ প্রমত্ত উন্মত্ত কুলভৈরব ক্ষেত্রপাল হনুমান্, দক্ষ গরুড় কাশ্যপ কুৎস কুম্ভ যমদগ্নি ভৃগু বৃহস্পতি যদুশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্য বৃষাকপি দুর্য্যোধন কুন্তী সীতা রুক্মিনী সত্যভামা দ্রৌপদী উর্ব্বশী তিলোত্তমা পুষ্পদন্ত মহাবুদ্ধ বাল কাল মন্দর কৈলাস ক্ষীরসিন্ধু উদধি হিমবান্ নারদ ইঁহারা বীরসাধক, মহাবীররূপে কথিত এবং মহাবিদ্যা প্রসাদে ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে সমাহিত হইয়াছেন।

জ্ঞানার্ণবে—" বিদ্যেয়ং মনু পূজিতা "

মন্ত্রাধিকারে বলিয়াছেন " উক্ত বিদ্যা মনু কর্ত্তৃক উপাসিতা "
দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায়াং—' মধ্যে কঃ সূর্য্যপূজিতঃ '

" উল্লিখিত মন্ত্র সূর্য্য কর্ত্তৃক উপাসিত "

তথা—' বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা '

" উক্ত বিদ্যা অগস্ত্য কর্ত্তৃক উপাসিতা "

মন্ত্রান্তরে—" দুর্ব্বাসঃ পূজিতা ভবেৎ "

" উক্ত বিদ্যা দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক উপাসিতা "

এতদ্ভিন্ন দত্তাত্রেয় পরশুরাম বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, স্বয়ং মহাকাল অক্ষোভ্য নারদ মতঙ্গ প্রভৃতি ভৈরব বর্গ এবং সনৎকুমার গোতম কপিল কাত্যায়ণ প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ, ইহাঁরাও সকলেই তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত এবং সিদ্ধ । ইহাঁরা দীক্ষিত বলিয়া অন্য সকলে অদীক্ষিত এরূপ নহে। ঘটনাচক্রের ইতিহাসে যাঁহারা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, শাস্ত্র, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন এই মাত্র । যে সকল নাম উল্লিখিত আছে, তাহার মধ্যেও এই একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র মাত্রই উদ্ধৃত হইল । এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যশাস্ত্রে পুরাণ ইতিহাস স্মৃতি সংহিতায় যাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন পুরুষ অতিবিরল, যিনি তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন। মহাকাল অক্ষোভ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রাম চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সীতা রুক্মিনী প্রভৃতি ইহাঁরাও তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের মহিমা ক্ষুদ্র হইয়া গেল, তোমার আমার মহিমার মত এক-গণ্ডুষ মহিমা মাত্র তাঁহাদের সম্বল নহে যে, কথায় ২ মহিমা শুকাইয়া যাইবে । অবাতবিক্ষুব্ধ মহা সমুদ্রবৎ অনন্তপ্রশস্ত অগাধ গম্ভীর যে মহিমা, দুই এক তরঙ্গের উপচয়ে অপচয়ে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প। অন্যের উপাসনা করিলে তবে ত মহিমার খণ্ডন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও অন্য নহেন, তোমায় আমায় কথা হইতেছে তাই বাধ্য হইয়া " তাঁহাদের " বলিতে হইতেছে, পরমার্থতঃ এক মাত্র " তাঁহার " ভিন্ন, " তাঁহাদের " এ কথাও অসম্ভব, তুমি আমি যাঁহাকে কালী বা কৃষ্ণ, হরি বা হর বলিয়া জানি, সাধক ! নিশ্চয় জানিও, তোমার আমার সেই তিনিই নিজলীলার মাধুর্য্যরসে অধীর হইয়া ভক্ত হৃদয়ে প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ ঢালিয়া দিবার জন্যই এক ব্রহ্ম পঞ্চরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ধার করিতেছেন, তিনি একে

পঞ্চ পক্ষে এক, বিশ্বপ্রপঞ্চ লইয়া তিনি এক অদ্বিতীয়, ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনি কোন্ দ্বিতীয়ের উপাসনা করিবেন ? যখনই তিনি যে লীলায় যে অবতারে যে রূপে যে উপাসনা করিয়াছেন, তখনই জানিবে, তাহা কেবল বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের তপস্যা, হিমালয়ে দুর্গোৎসব, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পূজা বই আর কিছুই নহে—" নমশ্চক্রে-স্বনাত্মনে " তিনি আপনি আপনাকে প্রণাম করিয়াছেন, তাহা পরের উপাসনার জন্য নহে, জগতে মন্ত্রবল, তপোবল, ধর্ম্মবল প্রচার করিবার জন্য। ধর্ম্মজগতে যখন যে শক্তি প্রচার করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি পথ প্রদর্শকরূপে স্বয়ং সে শক্তির সাধনে সিদ্ধ হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সিদ্ধির উপাদানস্বরূপে উপাসনাকে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। ভগবান্ গুরুহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনি আপন মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার মহিমার লাঘব হয় না। পিতা মাতাকে কিরূপে প্রণাম করিতে হইবে, তাহা পিতা মাতা নিজে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া না দিলে পুত্র শিক্ষা করিবে কাহার নিকটে ? তাই জগতের পিতা মাতা আপন প্রণাম আপনি করিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে এই রূপে । মহা-দেবের তপঃসিদ্ধি এবং তারকাসুরবধের নিমিত্ত নগেন্দ্রের নন্দিনী হইয়া, গোপীগণের তপঃসিদ্ধি এবং কংসাদির বধার্থ নন্দের নন্দন বা নন্দিনী হইয়াও তাঁহার যেমন পূর্ণব্রহ্মত্বের হানি হয় নাই, ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত্রশক্তি প্রচার করিবার জন্য তান্ত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনায় সিদ্ধ হইয়াও তেমনই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বভঙ্গ হয় নাই।

অতঃপর দত্তাত্রেয় গৌতম সনৎকুমার কপিল নারদ প্রভৃতি ঋষিবর্গ যে তান্ত্রিক ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন. কারণ, দত্তাত্রেয়সংহিতা গৌতমতন্ত্র সনৎকুমারতন্ত্র কপিল-পঞ্চরাত্র নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সাধক সম্প্রদায়-মধ্যে মহর্ষি কাত্যায়ণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহেন।

যাঁহার উগ্রতপস্যা প্রভাবে মহিষাসুরবধার্থ দেবী আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্বমূলে স্বয়ং তেজোময়ী কুমারী মূর্ত্তি অবলম্বনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই হইতে মহিষমর্দ্দিনী [কাত্যায়ণ কুমারী বলিয়া] কাত্যায়নী নামে শরৎকালে ত্রিজগৎপূজিতা। এই কাত্যায়ণ ঋষিই যজ্জুর্ব্বেদের গৃহ্যকর্ত্তা। এইরূপে সৃষ্টিপ্রপঞ্চের আদি পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রলয়ের উপান্তকাল পর্য্যন্ত সাধনা রাজ্যে নিখিল বিশ্বচরাচর, যে তন্ত্রশাস্ত্রের ভুজচ্ছায়ায় জীবিত এবং রক্ষিত, আজ্ সেই তন্ত্রের প্রামান্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তরের মতামতের অপেক্ষা আছে. ইহা মনে করাও যেন মহাপাতকের পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। স্মৃতিসংহিতা পুরাণ দর্শনকারগণ যুগ যুগান্ত কঠোরতপস্যা করিয়াও যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে ভীত প্রণত ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছেন " তথা তে সৌন্দয্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ কথঙ্কারং ক্রমঃ সকল নিগমাগোচরগুণে ! " অয়ি সকল-নিগমাগোচরগুণে ! তোমার যে সৌন্দর্য্য পরমশিবের দৃষ্টিমাত্রের বিষয়, মা ! আমরা তাহা বলিব কি করিয়া ? আবার বলিয়াছেন—

ভবাণি ! স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্নবদনৈঃ
প্রজানামীশান স্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্‌ভিঃ সেনানী র্দশশতমুখৈ রপ্যহিপতি
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথ মস্মিন্নবসরঃ ॥

ভবভাবিনি মা ! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্ব্বদনে, ত্রিপুরমথন পঞ্চবদনে, দেবাননাপতি কার্ত্তিকেয় ষড়াননে এবং অহিপতি অনন্তদেব সহস্রবদনেও তোমার যে গুণমহিমা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, বল মা ! তাহাতে অন্য কাহার সামর্থ্য সাহস হইবে ? পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্র মুর্ব্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানা মীশ পারং ন যাতি।

অঞ্জন পর্ব্বত যদি কজ্জল হয়, সিন্ধু যদি তাহার পাত্র হয়, কল্পবৃক্ষের অক্ষয় শাখা যদি লেখনী হয়, এই বিশাল বিস্তৃত ধরিত্রী মণ্ডল যদি লেখার পত্র হয়, সেই লেখনী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সরস্বতী যদি অনাদি অনন্ত কালপরম্পরায় লিখিতে থাকেন, হে ঈশ ! তথাপি তিনি তোমার গুণের পরপারে যাইতে অসমর্থ। যিনি এইরূপে জীব-জগতে অবাঙ্মনসরগোচর, ত্রিভুবন যাঁহার করুণা কটাক্ষের ভিখারী, যোগী ঋষি মুনি সিদ্ধ সাধুসাধকগণ যাঁহার দাসানুদাস বলিয়া জগৎ-পূজিত, আজ্, সেই শিবশক্তির বাক্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণ কি না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আবার সেই সকল ঋষিবাক্যের মতামতের অপেক্ষা করিতে হইবে, নগরপালের মত লইয়া সম্রাটের শাসন পরীক্ষা করিতে হইবে—এ বড়ই বিষম পাণ্ডিত্য! পণ্ডিত! তোমার এ পাণ্ডিত্য রাখিয়া দাও, ইহাতে অপমান হইবে না, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, পণ্ডা বুদ্ধি লইয়া জগতে যদি কেহ আসিয়া থাকে, তবে তুমিই তাহার অগ্রগণ্য !!!

তোমার আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবাদ বিতর্ক সংশয় সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিন্তু যাঁহাদিগের কথায় সংশয় নিরাকরণ হইবে, কোন শাস্ত্রেও তাঁহাদিগের ত এ সম্বন্ধে বাঙ্নিষ্পত্তিও দেখিতে পাই না। তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণ কি না এমন প্রশ্ন ত কোথাও নাই, তুমি বলিবে, তাঁহাদের হয় ত এমন সার্ব্বভৌম দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু আমি বলিব, “হয় ত” নহে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের এমন অনার্য্য-প্রকৃতি ছিল না। তুমি আমি ব্রাহ্মণের কুমার হইয়া আজ্ সংসর্গদোষে চণ্ডাল সাজিয়াছি, তাই পিতা মাতার চরণতলে মস্তক প্রণত করিতে অপমান বোধ হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণের কুমার ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই চণ্ডালস্বভাব-সুলভ নাস্তিকতার প্রশ্ন তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

যেখানে প্রশ্ন নাই, সেখানে উত্তর হইবে কাহার? বার্ষিক করপ্রদানের সময় প্রজাগণ যেমন নির্ভয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে, কিম্বা কোন অনিবার্য্য বিপদ্ উপস্থিত হইলে রাজার দোহাই দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তদ্রূপ উপাসনা কাণ্ডের অধিকারে অথবা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যে কোন দুর্নিবার বিপদ্ উপস্থিত হইলেই সেই সময়ে সমস্ত শাস্ত্র তন্ত্রের দ্বারে দাঁড়াইয়া তন্ত্রের দোহাই দিয়া লোক-রক্ষার উপদেশ করিয়াছেন, সময়ান্তরে লোকাচার বর্ণধর্ম্ম ইতিহাস ইত্যাদির বর্ণন উপস্থিত হইলেই রাজবার্তার ন্যায় গুরুগম্ভীর দুষ্প্রবেশ বোধে সভয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাই কথায় কথায় তন্ত্র লইয়া তাঁহাদের এত আন্দোলন নাই, ইহা অবিশ্বাসের কারণ নহে, পূর্ণভক্তির পরিচয় মাত্র।

"তন্ত্র তন্ত্র" বলিয়া বঙ্গদেশেই আজ্ কাল্ দুই একটা যাহা কর্কশ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্‌ভিন্ন মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে পুত্র যেমন "পিতা" এই বিশেষণ ভিন্ন পিতার নিজনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার উল্লেখ করেন না, তদ্রূপ তন্ত্রের নাম তন্ত্র হইলেও কেহ তাহাকে মন্ত্রশাস্ত্র ভিন্ন বলেন না— তাহার অর্থই এই যে, পুরুষ মাত্রেরই ঈশ্বরোপাসনা নিত্য কৃত্য, উপাসনা করিতে হইলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। মন্ত্রের প্রয়োজন হইলেই মন্ত্র-শাস্ত্রের আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রের বাক্য, ঋষিগণের জীবন, আবহমান কালপরম্পরায় লোকজগতের আচারপ্রবাহ, এ সকল নিত্য সিদ্ধ প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা বলিবেন—অপ্রমাণ, শাস্ত্রের দাস হইয়া আমরাও তাঁহাদিগকে বলিব—

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণং।

"বেদ সমস্ত প্রমাণ, স্মৃতি সমস্ত প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য প্রমাণ, এ সকল প্রমাণ যাহার প্রমাণ নহে, তাহার বাক্য কিসের প্রমাণ ?" শাস্ত্রান্তরের সমন্বয়ে এই পর্য্যন্ত প্রমাণই যথেষ্ট, কিন্তু বিতর্কবাদীর সমন্বয়ের পন্থা স্বতন্ত্র। কলিযুগের এই স্বভাবসুলভ সংশয়শঙ্কট স্মরণ করিয়াই সর্ব্বনিয়ন্তা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ।

"অশ্রদ্ধালু পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণ হইতে পারে না, অর্থাৎ অবিশ্বস্ত ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তাহাতে কোন ফল প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তাহা দৃষ্টান্ত নহে। কেন না বেদোক্ত সকল কার্য্যেই শ্রদ্ধালু পুরুষের অধিকার।" যে কোন কারণেই হউক আমি বিশ্বাস করিলে, তবে শাস্ত্র তাহার ফল দিতে বাধ্য, কিন্তু তন্ত্রের নিকটে এই কথাটি অন্যরূপ, কেন না, আমি অতিপাষণ্ড মহানাস্তিক হইলেও তন্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে পারি না, বেদ মানি না শাস্ত্র মানি না, ঈশ্বর পরলোক ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বর্গ নরক কিছু মানি না, তথাপি তন্ত্রকে না মানিয়া থাকিতে পারি না।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ (শাস্ত্র) এই তিন প্রধান প্রমাণ মধ্যে নাস্তিকগণ অনুমান এবং শব্দকে না মানিলেও প্রত্যক্ষকে অবনত মস্তকে এক মাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—আমি অতি বড় নাস্তিক হইলেও তন্ত্র সেই প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, তাঁহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। "নহি বস্তুশক্তি র্বুদ্ধি মপেক্ষতে" বস্তুর শক্তি কখনও বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। হয় তুমি বিশ্বাস কর, না হয় অবিশ্বাস কর, ঔষধির শক্তি আছে রোগের বিনাশ করিবেই করিবে। সে তোমার বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলেই সে তাহা দগ্ধ করিবে, অগ্নি কাহারও

বিশ্বাস অবিশ্বাসের মুখাপেক্ষী নহে। তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেরও প্রত্যক্ষফল সিদ্ধি, স্বাভাবিক শক্তিসম্ভূত, তুমি আমি বিশ্বাস করি আর নাই করি, যথা শাস্ত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলেই তন্ত্রশাস্ত্র তাহার প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিবেন, তোমার আমার মত লক্ষ লক্ষ নাস্তিক একত্র বদ্ধপরিকর হইলেও তাহা রুদ্ধ হইবার নহে। যুক্তি বল, প্রমাণ বল, বিচার বল, সিদ্ধান্ত বল, নিজভুজবীর্য্যবলে তন্ত্র ইহার কাহাকেও কার্য্যকর বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। শাস্ত্রসমস্ত তন্ত্রের অনুকূল ব্যবস্থা দিয়া নিজ নিজ সম্মান রক্ষা করিয়াছেন মাত্র, নতুবা সমস্ত নদী অভিমানিনী হইয়া বিমুখী হইলে সমুদ্রের যেমন তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধবাদী হইলেও তন্ত্রের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প।

যূথে যূথে মত্তমাতঙ্গ সজ্জিত করিয়া মৃগেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হও, কিন্তু কেশরীর সেই স্তনিতস্তোমসংস্তম্ভী নিনাদের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কে কোথায় পলায়ন করিবে, তাহার সন্ধান থাকিবে না, তদ্রূপ সমস্তশাস্ত্রকে এক দিকে দণ্ডায়মান করিয়া তন্ত্রকে অন্য দিকে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তন্ত্রের মন্ত্রময় সান্দ্রগম্ভীর প্রত্যক্ষ হুহুঙ্কারে কে কোথায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধাবিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তাহার নির্ণয় থাকিবে না। মন্ত্রশক্তির এই নিত্যপ্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রভাবে তন্ত্র এবং তন্ত্রের উপাস্য দেবতা নিত্যজাগ্রৎ। সেই ব্রহ্মাণ্ডবুদ্ধির বিভ্রামিণী অন্তর্যামিনী দেবতা যাহার বাধাদিনী, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে কূট কুতর্কের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া নিস্তার পাইবে? অনুমানের কপোলকল্পনা চিরকালই প্রত্যক্ষের পদদলিত—তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

কুলার্ণবে।

কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ।
প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে।

উপলব্ধিবলাহতস্য হতাঃ সর্ব্বে কুতার্কিকাঃ
পরোক্ষং কোন্নু জানীতে কস্য কিম্বা ভবিষ্যতি।
যদ্বা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তমদর্শনং।

কুল শাস্ত্র নিত্য প্রমাণ, যেহেতু, তাহা প্রত্যক্ষফলপ্রদ, নাস্তিক তার্কিক দূরে থাক্, প্রত্যক্ষ বিষয় পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণিমাত্রের পক্ষেও প্রমাণ, সেই প্রত্যক্ষফলের উপলব্ধিবলে তন্ত্রের নিকট সমস্ত কুতার্কিক হত হইয়াছে। পরোক্ষে (জন্মান্তরে) কাহার কি হইবে, তাহা ইহ লোকে কে জানে, যাহা ইহ লোকে প্রত্যক্ষফলপ্রদ, দর্শনের (শাস্ত্রের) মধ্যে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রের আজ্ঞা ত এই পর্য্যন্ত, কিন্তু যখন লোকসমাজে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়াও কোন ফল হয় না, তখনই লোকের মনে নানা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই সুখী হই, কেন না, লোকে বলে ফল হয় না, আমরা দেখি, ফলের ত কোন অভাব নাই, স্বস্ত্যয়নে অভিচার ঘটে ইহা কি ফল নহে ? তোমার আমার কপাল-দোষে আমের গাছে আমড়া ফলে, অথবা বুদ্ধির দোষে, তুমি আমি আমড়ার গাছে আম চাই, তাই এত ফলাফলের বিড়ম্বনা। " যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিলাম " বলিয়া তোমার আমার যাহা বিশ্বাস, বস্তুতঃ তাহাই আমাদের দুরভিমান, শাস্ত্র এবং দেবতা সে ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই বিপরীত ফল দিয়া আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন, আমরা মনে করি " হায় হইল কি ? বিশ্বাস যে টলিয়া গেল, " কিন্তু বুঝিতে গেলে—কুবিশ্বাস উড়িয়া গেল। যথাশাস্ত্র দেশ নাই, কাল নাই, পাত্র নাই, অথচ 'যথাশাস্ত্র' বলিয়া অনর্থক আব্দার আছে, শাস্ত্র এ অপবাদ সহ্য করিবেন কেন ? শাস্ত্রের আজ্ঞা মহানিশায় পূজা করিতে হইবে, তুমি হয় ত রাত্রিজাগরণের ভয়ে কিম্বা মহাপ্রসাদের প্রসাদে মহাপ্রদোষেই বসিয়া গেলে, তবে আর, যাহার আরম্ভ

মহাপ্রদোষে, তাহার উপসংহার মহাপ্র-দোষে না হইবে কেন ? এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবাভাবাৎ প্রজায়তে।

মহাবিদ্যার পূজাই বা কে না করে ? তাঁহার মন্ত্রই বা কে না জপ করে, কিন্তু কেবল, ভাবের অভাবে নিয়ত ফলের অভাব ঘটে। তদ্‌ভাবভাবিত অন্তঃকরণে তাঁহার আরাধনা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন " সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাব কি তাঁর ধর্‌তে পারে ? "

বস্তুতঃ এই সকল আত্মগত অভাবে মন্ত্র বা দেবতার প্রতি সন্দেহ করা মহা মূঢ়ের কার্য্য, জলসেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার " দাহিকাশক্তি নাই " মনে করা বড়ই মূর্খতা, তদ্রূপ শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করাও ঘোর মহাপাপ। কলহের জয় পরাজয়ে আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপন করা চিরকালই দুর্ব্বল স্ত্রী-প্রকৃতির কার্য্য, কিন্তু পুরুষের কার্য্য বাহুবলে দিগ্বিজয়, তদ্রূপ তর্ক বিচার মীমাংসা অন্য শাস্ত্রের কার্য্য হইলেও তন্ত্রের কার্য্য নিজমন্ত্রশক্তি-বলে লোকাতীত দৈবঘটনার অবতারণা। মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি ব্যাপার সকল এখনও নিত্যপ্রত্যক্ষ, এখনও লক্ষ লক্ষ তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বলিত করিয়া রহিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোরঘোর মহানিশায় প্রজ্জলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দৈবজ্যোতিঃ নৈশ তমস্তরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া গগণাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত পর্য্যুষিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে পুনর্জাগ্রৎ হইয়া সিদ্ধি সাধনার সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈবদৃষ্টি প্রভাবে এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াই দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য্য

সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্তসাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহাশ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন, এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদিবন্দিত পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্ব্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর অশ্রান্তযাত্রী সাধকের চক্ষুতে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে হয় ত তাহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে, কিন্তু অন্ধ! নিশ্চয় জানিও এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।

আর একটি কথা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে। শিক্ষিত সমালোচক নামে বঙ্গদেশে এক জাতীয় উচ্চশ্রেণীর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন "তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক, পৃথিবীর বয়ঃক্রম সর্ব্ব সমষ্টিতে ৫ হাজার বৎসর, তাহার মধ্যে ৩ হাজার বৎসর মানবের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে (কাহারও মতে) পূর্ব্ব পুরুষেরা বানর ছিলেন, [কাহারও মতে] ভেক ছিলেন" এই সমস্ত যাঁহাদের প্রাচীন তত্ত্বোদ্ধার, তাঁহাদের মতে তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক ইহা একটা কিছু অতিরিক্ত কথা নহে। আমরাও উঁহাদের মতের বিরোধী বা অবিশ্বাসী হইতে পারি না. বিশ্বাস করিব না মনে করিলেও বুদ্ধি স্বত এব বিশ্বাস করে, কেন না পূর্ব্বপুরুষগণের সেরূপ দশা না হইলে আর সন্তান সন্ততির সিদ্ধান্ত কেন এরূপ হইবে? হা বিধাতঃ! মনুর সন্তানগণের যে এমন করিয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয়, বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিবে, ইহা তুমিও কখনও স্বপ্নে মনে করিয়াছ কি না জানি না! সুসংস্কারই হউক্ আর কুসংস্কারই হউক, আমরা কিন্তু এখনও বলিয়া থাকি—

যাবন্মেরুস্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগণে যাবত্তাবদ্ ব্রহ্মকুলে বয়ং।

[সৃষ্টিকালে] যে অবধি দেবগণ সুমেরুশিখরে সপ্তস্বর্গে

অবস্থিত হইয়াছেন, [স্থিতিকালে] যত দিন গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে আছেন, [সংহার কালে] যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য গগণকক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবেন, তত দিন আমরা (ব্রাহ্মণগণ) ব্রহ্মকুলে সেই হইতে, তত দিন, এবং সেই পর্য্যন্ত আছি, রহিয়াছি, এবং থাকিব। শাস্ত্রই ব্রাহ্মণের জীবন, সুতরাং ব্রাহ্মণের অবস্থান আর শাস্ত্রের অবস্থান একই কথা। তিন হাজার বৎসর হইতে যাহাদের মানুষ সৃষ্টি, তাহাদের মতে আধুনিক হইতে হইলে বোধ হয় শতাবধি বৎসর তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বুদ্ধিমান্ গণ বিবেচনা করিবেন, এই শতাবধি বৎসরের অভ্যন্তরে নাস্তিকের দ্বন্দযুদ্ধে, চারি পাঁচটি উপধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ব্যাপিয়া উদয়াচল হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তাচল পর্য্যন্ত চীন মহাচীন নেপাল কাশ্মীর দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ পাঞ্চাল উৎকল প্রভৃতি দেশ মহাদেশময় ভারত বর্ষের গৃহে গৃহে প্রতি নর নারীর কর্ণকুহরে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচার হইয়া গিয়াছে। ধন্য সমালোচনা! পরিণামদর্শী বৃদ্ধ বৈয়াকরণগণ এই জন্যই সমালোচনার প্রথমে অন্য কোন উপসর্গ না দিয়া "সং" এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিহাসবিজ্ঞ সমালোচক! কি আর বলিব? বলিহারি! তোমার সাহস!!!

আর একটি দুঃখের কথা! উপাসক মণ্ডলী মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কাহারও কাহারও এমন বিশ্বাস আছে যে, তন্ত্র কেবল শৈব শাক্তগণেরই উপাসনা-শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী; এ কথার উত্তর আমরা কি করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাদের নিকটেই কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি, এ তন্ত্র, কোন্ তন্ত্র? তাঁহারা প্রভুদের নিকটে যে তন্ত্রের নাম শুনিয়া থাকেন, তাহার নাম স্বতন্ত্র!! আর যাহা শাস্ত্র, তাহার নাম তন্ত্র—পূর্ব্বেই তন্ত্রলক্ষণে উক্ত হইয়াছে "মতং শ্রীবাসুদেবস্য" যাহা স্বয়ং বাসুদেবের অভিমত, তাহাতে বৈষ্ণবের আপত্তি

হইবার ত কোন কথাই নাই ! তবে যাঁহাদিগকে লইয়া আপত্তি, তাঁহাদিগকেও বলিবার কিছু নাই—কেন না তাঁহারা প্রভু, ইহাঁরা যখন ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তখন বোধ হয় বৈষ্ণবেরই প্রভু, আবার যখন তন্ত্র খণ্ডন করিতে বসেন, তখন বোধ হয় যেন বিষ্ণুরও প্রভু, নতুবা প্রভুর প্রভু না হইলে আর প্রভুবাক্য খণ্ডন করিতে সাহস হইবে কেন? তাঁহারা যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবতার অভিমানে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি কূটদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তন্ত্রশাস্ত্র যদি বৈষ্ণবের বিরোধী হয় তবে জিজ্ঞাসা করি এ বিষ্ণুমন্ত্র তাঁহারা পাইলেন কাহার প্রসাদে? ফলতঃ তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করা বড়ই নাস্তিকতার পরিচয়। জানি আমরা, সাধু সাধক বৈষ্ণবগণ কখনও তন্ত্রের বিদ্বেষী নহেন—তথাপি যাঁহাদের এরূপ ভ্রম আছে তাঁহাদের জন্য, স্বয়ং তন্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহারও প্রদর্শন প্রয়োজন—যে তন্ত্র বলিতেছেন—

কলৌ কালী কলৌকৃষ্ণঃ কলৌ গোপাল কালিকা।

কলিযুগে কেবল কালী, কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ গোপাল আর কালিকা ইহাঁরাই কলিযুগে জাগ্রদ্দেবতা।

মহাকালী মহাকাল শ্চণকাকাররূপতঃ।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ।
মহারুদ্রঃ সএবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এবহি।
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা নাম মাত্রবিভেদকঃ।
একমূর্ত্তি স্ত্রিনামানি ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে।

মহাকালী এবং মহাকাল চণকাকারে অবস্থিত, চণকের যেমন উপরিভাগে আবরণ, এবং অভ্যন্তরে সমভাগে বিভক্ত পরস্পরসংশ্লিষ্ট দ্বি-দল, পরব্রহ্ম-তত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে মায়ার আবরণে আবৃত, এবং অভ্যন্তরে শিবশক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পরবিজড়িত। এই শিব-

শক্তিরূপে পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মা। এক ব্রহ্মপদার্থই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামত্রয়ে অভিহিত, এবং বিভিন্ন, কিন্তু এই নানা নামে নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার মুক্তি নাই।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে—ষষ্ঠপটলে—

যাবন্নানাত্মভাবাশ্চ তাবদেবং পৃথগ্বিধং ।
তাবৎক্রিয়া পৃথগ্‌ভাবা তাবন্নানাবিধা মতা।
তাবদ্‌ভিন্নাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহ্নির্ব্বরুণ এবচ।
কুবেরশ্চাপি দিক্‌পালা এতৎসর্ব্বং পৃথক্ পৃথক্।
তাবন্নানাবিধা চেষ্টা স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মিকা।
তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি ! তুলসীদলাৎ।
তাবজ্জবাদ্রোণকৃষ্ণা করবীরাণি ভূতলে।
বিভিন্নানিচ দেবেশি সত্যং বৈ তুলসীদলাৎ ।
তাবদ্দিব্যশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশুভাবকঃ ।
তাবত্তন্ত্রে ভেদবুদ্ধি স্তাবদ্দেবে পৃথক্ ক্রিয়া।
হরৌ হরে ভেদবুদ্ধি র্জায়তে জগদম্বিকে।
করাল বদনা কালী শ্রীমদেকজটা শিবে ।
ষোড়শী ভৈরবী ভিন্না ভিন্নাচ ভুবনেশ্বরী ।
ছিন্না ভিন্না স্বন্নপূর্ণা ভিন্নাচ বগলামুখী।
মাতঙ্গী কমলা ভিন্না ভিন্না বাণীচ রাধিকা।
ভিন্না চেষ্টা ক্রিয়া ভিন্না ভিন্ন আচারসংগ্রহঃ।
যাবদৈক্যং পাদপদ্মে ভবাণ্যা নৈব জায়তে।
অদ্বৈতে তারিণীপাদ-পদ্মে পরমপাবনে।
জ্ঞানসারে সমুৎপন্নে হৃৎপদ্ম নিলয়ে তথা ।
ঐক্যং ভবতি চার্ব্বঙ্গি ! সর্ব্বজীবেষু শঙ্করি ! ”।

দেবেশি !

যত দিন পর্য্যন্ত নানা জীবে নানা আত্মার ভাবনা, তত দিন পর্য্যন্তই জগৎ পৃথগ্ বিধ। সেই পর্য্যন্তই ক্রিয়া সকল পৃথক্, ভাব সমস্ত নানাবিধ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাবৎকাল পর্য্যন্তই পরস্পর বিভিন্ন। গণেশ দিনেশ বহ্নি বরুণ কুবের দিক্পাল এ সমস্তও তত দিনই পৃথক্। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ভেদে সেই পর্য্যন্তই নানাবিধ চেষ্টা। দেবেশি ! সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে বিল্বদল ভিন্ন, সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে ভূতলে জবা দ্রোণ অপরাজিতা ভিন্ন। সেই পর্য্যন্ত দিব্যভাব বীরভাব পশু ভাব। সেই পর্য্যন্তই তন্ত্রে ভেদবুদ্ধি, সেই পর্য্যন্ত দেবতাভেদে উপাসনার ভেদ, জগদম্বিকে! সেই পর্য্যন্তই হরি-হরে ভেদবুদ্ধি। শিবে ! করালবদনা কালী, শ্রীমৎ—একজটা [তারা] ষোড়শী ভৈরবী ইহাঁরাও সেই পর্য্যন্তই পরস্পর বিভিন্না, সেই পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরী ভিন্না, ছিন্নমস্তা ভিন্না, অন্নপূর্ণা ভিন্না, বগলামুখী মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ভিন্না সেই পর্য্যন্তই সরস্বতী এবং রাধিকা ভিন্না। তত দিনই চেষ্টা ভিন্না, ক্রিয়া ভিন্না, উপাসনার আচার ভিন্ন, যতদিন ভবানীর শ্রীপাদ পদ্মে ঐক্যজ্ঞান না জন্মে, হে চার্ব্বঙ্গি ! হে শঙ্করি ! সাধকের নির্ম্মল হৃদয় সরোবরে পরমপবিত্র অদ্বৈততত্ত্ব তারিণী পাদ-পদ্মের সমুজ্জ্বল বিকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে (দেবদেবীর কথা দূরে থাক্) সংসারের সমস্ত জীবে ঐক্য হইয়া যায়।

গুরু বিষ্ণু মহেশানামভেদেন মহেশ্বরীং।
সমন্ত্রাং ভাবয়েন্মন্ত্রী মহেশঃ স্যান্নসংশয়ঃ।

গুরু বিষ্ণু মহেশ্বর এবং মন্ত্র, ইহাঁদের সহিত অভেদবুদ্ধিতে যিনি মহেশ্বরীকে ভাবনা করেন, সেই মন্ত্রী [সাধক] স্বয়ং মহেশ, তাহাতে সংশয় নাই।

এই, যে শাস্ত্রের সমাধি এবং সাধনা, সেই শাস্ত্র বৈষ্ণবের বিরোধী ইহা বলিলে তন্ত্রের কোন ক্ষতি না থাকিলেও নিষ্কলঙ্ক

বৈষ্ণব নামে চিরকলঙ্ক-পঙ্ক লেপন করা হয়।

এই সকল বিরোধের সামঞ্জস্যে মহিম্নঃস্তবে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব মিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পর মিদ মদঃ পথ্য মিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণা মেকোগম্য স্ত্বমসি পয়সা মর্ণব ইব।

ত্রয়ী [বেদ] সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত (তন্ত্র শাস্ত্র) বৈষ্ণব [নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র] এই পরস্পর প্রভিন্ন পথে রুচিভেদে "এইটি সুপথ কি, ঐটি সুপথ" ইহা লইয়াই যত কিছু মতামত, কিন্তু প্রভো! সরল কুটিল নানাপথে ধাবিত নদ নদীর জল সকল যেমন পরিশেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ যিনি যে পথেই কেন গমন না করুন, পরিণামে এক মাত্র অদ্বৈত সমুদ্র তোমাতেই গিয়া সকলে মিলিত হইবেন। সাধক! বেদ বল, তন্ত্র বল, নিশ্চয় জানিও, ইহাই সকল শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

গায়ত্রীতত্ত্ব ও সাকার উপাসনা।

গায়ত্রী-মন্ত্র।

শাস্ত্রোক্ত উপাসনার মূলভিত্তি গায়ত্রীতত্ত্ব, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইলেও কালমাহাত্ম্যে কথাটি একটু স্বতন্ত্র এবং স-তন্ত্ররূপে বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে, কারণ আজ্ কাল্ কেহ কেহ এরূপ প্রশ্নও করিয়া থাকেন যে, বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষা সত্ত্বে আবার তান্ত্রিক-মন্ত্রগ্রহণের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এবং প্রদর্শনীয় এই যে, দীক্ষা পর্য্যন্তই যদি দীক্ষার প্রয়োজন হয়, তবে আর প্রয়োজন নাই, অন্যথা দীক্ষামূলক উপাসনা যাঁহার আছে, তাঁহাকে অবশ্য তান্ত্রিকমতে পুনর্দীক্ষিত হইতে হইবে, কেন না, কেবল বেদোক্ত পথে গায়ত্রীর উপাসনা কলিযুগে অসম্ভব, তন্ত্রমন্ত্রে পুনর্দীক্ষিত না হইলে গায়ত্রীর

উপাসনাই আদৌ সিদ্ধ হইবে না। তবে গায়ত্রী-দীক্ষার অবমাননা করা হইল বলিয়া কেহ যদি দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে গায়ত্রীই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু বলি, দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। পৌত্রকে ক্রোড়ে করিলে যে পুত্রের অপমান হয়, সে পুত্র না থাকিলেও বংশ-লোপের আশঙ্কা নাই। জিজ্ঞাসা ত "প্রয়োজন কি ?", আমরা জিজ্ঞাসা করি, অপ্রয়োজনই বা কি ? বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কালে উপাধি-পরীক্ষার উপযোগী অধ্যয়নে অধিকার পাইবে না, ইহা কে বলিল ? যাহা হউক, সে সকল কথা পরে। এখন আর্য্য বিশ্বাস অনুসারে গায়ত্রী বলিতে কি বুঝিব ? তাহাই আলোচ্য, গায়ত্রী ভাষা না মন্ত্র ? যদি ভাষা হয়, তবে গায়ত্রী এমন কি পরম পদার্থ যে, তাঁহাকে উপাসনার মূল তত্ত্ব সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? গুরুগম্ভীর তত্ত্ব-পূর্ণ শুদ্ধ সদর্থবটিত মহাবাক্য বলিয়াই যদি গায়ত্রীর গৌরব হয়, তবে সেরূপ তত্ত্ব সম্বলিত এবং ততোধিক রসভাবমাধুর্য্যপূর্ণ লক্ষ লক্ষ মহাবাক্য ত আর্য্য শাস্ত্রে রহিয়াছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র গায়ত্রীকেই সর্ব্ববেদসারতত্ত্ব বলিয়া পূজা করি কেন ? পণ্ডিত হই, মূর্খ হই, বুঝি আর নাই বুঝি, যথাশাস্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই জগতে আমাকে ব্রাহ্মণ বলে কেন ? জগৎ ত দূরের কথা, যিনি জগতের অধিপতি, তিনি কেন বলেন—"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনু"। অবিদ্য হউন বা সবিদ্য হউন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই আমার শরীর।

ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপ মেতচ্চতুর্ভুজং।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়োহহং।
দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মান মর্চ্চাদা বিজ্যবুদ্ধয়ঃ॥

আমার এই চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠমূর্ত্তিও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রিয়তম

নহে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ বেদ ও ভগবান্ এই উভয় দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে—সুতরাং উভয়েই সমান পূজ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মদেহে সেই বেদ এবং আমি উভয়ে একত্র সম্মিলিত বলিয়া তাহা পূজ্য অপেক্ষাও পূজ্যতম। অসূয়াপরতন্ত্র দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষগণ এই তত্ত্ব না জানিয়া কেবল আমার মূর্ত্তিতেই পূজ্য বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে ব্রাহ্মণকে পূজা না করিয়া সর্ব্বভূতব্যাপী পরমাত্মা, ত্রৈলোক্যগুরু বিপ্ররূপী আমাকে অবজ্ঞা করে। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যা মধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে।

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্বভূতের ধর্ম্মকোষ রক্ষার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর পৃথিবীতে অধিজাত হয়েন। আবার সেই গায়ত্রীচ্যুত হইলে, সেই শাস্ত্রই বলেন—গায়ত্রীতন্ত্রে—

গায়ত্র্যাত্মকজীবাত্মা পূজকো নান্য এব হি।
পূজকস্তু তথা পূজ্যাঃ শক্তি বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
গায়ত্রীরহিতো বিপ্রো ন স্পৃশেত্তুলসীদলং।
হরের্নাম ন গৃহ্লীয়াদ্ গায়ত্রীরহিতো দ্বিজঃ।
মহাচণ্ডাল সদৃশঃ কিন্তস্য কৃষ্ণপূজনে।
মন্ত্রত্যাগী গুরুত্যাগী দেবত্যাগী তথৈবচ।
দুরদৃষ্টবশাদ্দৈবাদ্ যস্য বংশে প্রজায়তে।
সগোত্রবান্ধবস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
কুশপত্রশতৈঃ সার্দ্ধে নির্ম্মায় কুশ পুত্তলীং
বেদোক্ত বিধিনা তস্য অগ্নিদাহং সমাচরেৎ।
অন্যথা তস্য যৎ পাপং সগোত্রেষু বিশেদ্ ধ্রুবং।
তৎসংসর্গিনো যে লোকা স্তেপি তদ্দোষভাগিনঃ।
স পাপী বর্দ্ধতে নিত্যং কলিকালে বিশেষতঃ।

দ্বিজাতির গায়ত্র্যাত্মক জীবাত্মাই দেবতার পূজক, দেহ ইন্দ্রিয়াদি ইহারা কেহ পূজক নহে। যিনি তথাবিধ পূজক, শক্তি বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা তাঁহারই পূজ্য। গায়ত্রীরহিত বিপ্র তুলসীদল স্পর্শ করিবে না, হরিনাম গ্রহণ করিবে না। গায়ত্রীরহিত দ্বিজ মহাচণ্ডালসদৃশ, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে তাহার কি হইবে? দুরদৃষ্টবশতঃ মন্ত্রত্যাগী গুরুত্যাগী এবং দেবত্যাগী দুরাত্মা যাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার সগোত্র বান্ধব পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সার্দ্ধ শত কুশপত্র দ্বারা কুশপুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাহার অগ্নিদাহ কার্য্য করিবে। অন্যথা তাহার পাপ সগোত্র জ্ঞাতিবর্গে শীঘ্র প্রবেশ করিবে। যে সমস্ত লোক, তাহার সংসর্গ করিবে, তাহারাও তদ্দোষভাগী হইবে। সেই পাপী কলিকালে বিশেষরূপে নিত্য বর্দ্ধিত হইবে।

পুনশ্চ।

শাঠ্যাদবজ্ঞয়া ভদ্রে ন জপেত্তু দ্বিজো হি যঃ।
যবনস্য তু বীর্য্যেণ তস্য জন্ম সুনিশ্চয়ঃ।
গায়ত্রীষ্বপ্যবিশ্বাসো যস্য বিপ্রস্য জায়তে।
স এব যবনো দেবি। গায়ত্রীং স কথং জপেৎ।
স পাপী যবনো দেবি যদ্দেশে বিদ্যতে সদা।
তদ্দেশং পতিতং মন্যো রাজা পাতক সংযুতঃ।
তস্য সংসর্গিণো বিপ্রাঃ পতিতা স্তেচ নিন্দিতাঃ।
গায়ত্রী রহিতস্যান্নং যবনান্নাধমং স্মৃতং
যবনান্নং বরং ভুঙ্‌ক্তে ন জলং তস্য পার্ব্বতি।

শঠতা বা অবজ্ঞা পূর্ব্বক, দ্বিজ হইয়া যে, গায়ত্রীজপ না করে, নিশ্চয় যবনের ঔরসে তাহার জন্ম হইয়াছে। গায়ত্রীতেও যে বিপ্রের অবিশ্বাস হয়, দেবি! সেই যথার্থ যবন, যবন হইয়া কিরূপে গায়ত্রীজপ করিবে? সেই পাপাত্মা যবন যে দেশে অবস্থান করে, সেই দেশ

পতিত, এবং সেই দেশের রাজা পাতকী। তাহার সংসর্গী ব্রাহ্মণগণ পতিত এবং নিন্দিত। গায়ত্রীরহিত ব্যক্তির অন্ন যবনান্ন অপেক্ষাও অধম, বরং যবনান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি গায়ত্রী রহিত পাপাত্মার জল পর্য্যন্তও পান করিবে না।

কেন? কয়েকটি কথার প্রভাবেই আমি দেবতার পূজ্য, আবার সেই কয়েকটি কথার অভাবেই মহাচণ্ডাল, যবনের অধম হই কেন? শাস্ত্রের সহিত আমার কোন শত্রুতাও নাই, মিত্রতাও নাই, তিনি তিরস্কারও করেন নাই, আদরও করেন নাই, যাহা স্বরূপ সত্য, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। সত্য বলিতে গেলে সে সত্য যদি আমাকে স্পর্শ করে, তবে তাহার জন্য শাস্ত্র দায়ী নহেন। সে সত্য কেন আমাকে স্পর্শ করে, এখন তাহারই মূলতত্ত্ব দেখিতে হইবে। শাস্ত্রানুসারে গায়ত্রীর সত্যতত্ত্ব দেখিলেই আমার সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ফলতঃ গায়ত্রীর সত্যতত্ত্ব জানি না বলিয়াই যত কিছু "কেন কেন" প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, গায়ত্রীর স্বরূপ বুঝিলে আর কোন "কেনই" থাকিবে না। তখন নিজেই বুঝিব, মূলতঃ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি বিকৃত না হইলে গায়ত্রীতে অবিশ্বাস কখনই হইতে পারে না, সে অবস্থায় চণ্ডাল বা যবন বিশেষণ অতিরঞ্জন নহে, স্বরূপ-কথন মাত্র। দুই একটা কথা বলিলে বা না বলিলে তাহার জন্য জগতে কিছু আসে যায় না, ইহা তুমি আমি যেমন বুঝি, শাস্ত্র কর্ত্তারা তদপেক্ষা ন্যূন বুঝিতেন না। মৌনব্রতাবলম্বী মুনি পর্য্যন্ত মনে মনে যে গায়ত্রীজপ না করিলে দ্বিজত্ব-বিবর্জিত হয়েন, তাহাকে ভাষা বা কথা বলিয়া মনে করা তোমার আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব এবং অভাবে যবনত্ব, বুঝিতে হইবে তাহা ভাষা নহে—অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বচারিণী ব্রহ্মাণ্ডবিদ্রাবিণী নিত্যচৈতন্য-রূপিণী মহামন্ত্রশক্তি। আর যাহাকে পদকদম্ব-সম্বলিত বাক্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাও বাক্য নহে, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মতত্ত্বময় বর্ণরূপে অধিষ্ঠিত জ্যোতিঃপুঞ্জ মহামন্ত্র। বন্য-

কাষ্ঠহারী শবরের পক্ষে অরণি সাধারণ কাষ্ঠ খণ্ড হইলেও সাগ্নিক যাজ্ঞিকের নিকটে তাহা যেমন তেজোময় বহ্নির অধিষ্ঠান গর্ভ বই আর কিছুই নহে, তদ্রূপ অবিশ্বাসীর পক্ষে গায়ত্রী বর্ণমালা হইলেও দৈবদৃষ্টি-শালী সাধকের নিকটে তাহা মন্ত্রময় তেজঃপুঞ্জ বই আর কিছুই নহে। যাজ্ঞিক যেমন অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়াও অরণির সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া যজ্ঞের উপহার সম্ভার সমস্ত তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া হোমের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন, সাধকও তদ্রূপ ঘোরান্ধকার সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়াও মনোবৃত্তির সহিত মহামন্ত্র সঙ্ঘর্ষণ করিয়া দেদীপ্যমান ব্রহ্মতেজে হৃদয়কন্দর আলোকিত করেন, এবং ত্রিগুণমেখলাময় চিত্তরূপ চৈতন্য-কুণ্ডে সেই প্রজ্বলিত পরব্রহ্ম-হুতাশনে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিকৃত, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক, কায়িক বাচনিক মানসিক, ত্রিবিধ কর্ম্ম রাশিকে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া স্বয়ং নিত্য নির্ম্মুক্তরূপে অবস্থিত হয়েন। ভাষা বা বাক্যের ফল, রসভাবমাধুর্য্য-চাতুর্য্যের আস্বাদন—আর মন্ত্রের ফল দৈবতেজে মনোবৃত্তিকে সন্দুক্ষিত করিয়া নিত্য প্রত্যক্ষরূপে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বসমূহের পূর্ণ অনুভব। বাক্য জড়, মন্ত্র চৈতন্যময়। বাক্য বর্ণবিন্যাস, মন্ত্র তেজঃপুঞ্জ। বাক্য লোক-সংসারের উপদেশক, মন্ত্র অলৌকিক শক্তির উদ্ভাসক—সুতরাং বাক্য জনন মরণশীল জীবস্থানীয়, মন্ত্র অজর অক্ষর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যে, জীবে ব্রহ্মে যত দিন ভেদ রহিয়াছে—বাক্য ও মন্ত্রের মধ্যে তত দিন এই আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়া যাইবে, তাই বলিতেছিলাম বাক্য ও মন্ত্র যাহা এক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা গায়ত্রীর স্বরূপসত্য নহে, আমারই ভ্রান্তিময় মিথ্যা সিদ্ধান্ত মাত্র। এই অপসিদ্ধান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ মন্ত্র শব্দার্থ কি, তাহা বুঝিয়া পরে আমরা মন্ত্রশক্তির অনুসরণ করিব।

গায়ত্রীতন্ত্রে—

মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গ মশ্নুতে।

মননাম্মোক্ষ মাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ।

যাঁহার মননহেতু জীব পাপ হইতে আত্মত্রাণ সাধন করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব স্বর্গ ভোগ করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব মোক্ষলাভ করেন, এই রূপে জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্ব্বর্গময় হইয়া যান, তাঁহার নাম মন্ত্র।

মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং গীয়তে মননাদ্ যতঃ।
মননাৎত্রাতি ষট্চক্রং গায়ত্রী তেন কীর্ত্তিতা।

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যিনি মনন দ্বারা গীত হয়েন, অর্থাৎ চতুর্দল হইতে সহস্রদল পর্য্যন্ত যিনি বীণাধ্বনিবিনোদিনী হইয়া পঞ্চাশবর্ণ মাতৃকারূপে নিত্যবিহারিনী, এতাবতা—গায়ৎ। মননহেতু ষট্চক্রকোষ বিদীর্ণ করিয়া যিনি জীবের পরিত্রাণ বিধায়িনী—এতাবতা ত্রী, এই উভয় শব্দের যোগে সেই মন্ত্রময়ী মহাশক্তির নাম গায়ত্রী। তন্ত্রান্তরে বলিতেছেন—

মননান্মন্ত্র মিত্যাহু র্ধ্যানাদ্ধ্যানং প্রচক্ষতে।
সমাধানাৎ সমাধিঃ স্যাদ্ধবনাদ্ধোম উচ্যতে।

মনোবৃত্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সাধ্য বলিয়া মন্ত্র, ধ্যান (চিন্তন) হেতু ধ্যান। ইষ্ট দেবতার স্বরূপে আত্ম-সমাধান হেতু সমাধি, এবং হবন হেতু হোম কথিত হইয়াছে।

মন এবং মনোবৃত্তির স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে—যথা—

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতং।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ।
অক্ষেষ্বর্থার্পিতেষেতদ্ গুণদোষবিচারকং।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তি রৌদার্য্য মিত্যাদ্যাঃ তত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভযত্না বিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ
আলস্য ভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারা স্তমসোত্থিতাঃ।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ।
তামসৈ র্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃ-ক্ষপণং ভবেৎ।

মন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ এবং হৃৎপদ্ম মণ্ডলে অবস্থিত। সেই মনেরই নামান্তর অন্তঃকরণ, যে হেতু বাহ্য [শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ] বিষয়ে ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ কর্ণ যদি শব্দ শ্রবণ না করে, ত্বক্ যদি স্পর্শ অনুভব না করে, চক্ষু যদি রূপদর্শন না করে, জিহ্বা যদি, রসাস্বাদন না করে, নাসিকা যদি গন্ধ গ্রহণ না করে, তবে মন ইহার কোন বিষয়েরই স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, তবে মনের অধ্যক্ষতা এই পর্য্যন্ত যে, ইন্দ্রিয় সমস্ত স্বীয় স্বীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে, মন তাহার দোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, মন তাহার পরীক্ষক। মনের তিনটি গুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এই ত্রিগুণ হইতেই মনের যত কিছু বিকার সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। গুণভেদে মনের বিকারও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বৈরাগ্য ক্ষমা উদারতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার। কাম ক্রোধ লোভ যত্ন ইত্যাদি রাজস বিকার। আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রা প্রভৃতি তামস বিকার। উক্ত সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা কেবল পুণ্যের নিষ্পত্তি হয়, রাজস বিকার দ্বারা কেবল পাপের উৎপত্তি হয়, তামস বিকার দ্বারা পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, কিন্তু বৃথা পরমায়ুঃক্ষয় হয়।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণ মান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত, অন্তঃকরণ এই চারিটি বিভাগে বিভক্ত, যথাক্রমে সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ তাহার বিষয়। অর্থাৎ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং স্মরণাত্মিকা অন্তঃ-করণ বৃত্তির নাম চিত্ত। উপাসনাকাণ্ডে এই চিত্তবৃত্তিরই প্রথম আধি-

পত্য। মন্ত্র স্মরণ দেবতাস্মরণ মন্ত্রার্থ চিন্তা দেবতাধ্যান ইত্যাদি যত কিছু ব্যাপার পরম্পরা, সে সমস্তই চিত্ত বৃত্তির প্রক্রিয়াসাধ্য। অক্ষ-শব্দের অর্থ, ইন্দ্রিয়। যে কোন ইন্দ্রিয় যে কোন পদার্থকে বিষয় করিলেই শাস্ত্রে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। অচেতন ইন্দ্রিয়ের কোন উপলব্ধি শক্তি নাই। ইন্দ্রিয়বর্গকে দ্বার করিয়া অন্তঃকরণ সেই সকল প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি করে এই জন্য সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও বিকার অবস্থায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও মন অভিভূত থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষ বিষয়েরও অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া মন কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিলে যতক্ষণ অন্য বিষয়ক কোন বৃত্তি আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন না করে, ততক্ষণ অন্তঃকরণে সেই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুস্মরণরূপ প্রবাহ চলিতে থাকে, কিন্তু প্রাবৃট্-কালের তটিনী-বক্ষে অনন্ত তরঙ্গমালার ন্যায়, জীবের অন্তঃকরণ মধ্যেও সংসারের অসংখ্য বস্তু বিষয়ক বৃত্তিকদম্ব অশ্রান্তরূপে একবার উন্মজ্জিত একবার নিমজ্জিত হইতেছে, তাই কোন একটি বৃত্তি নিমেষের জন্যও স্থির হইতে পারে না। অপর বৃত্তি আসিয়া যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করে, তখন সেই বৃত্তিকে বিদূরিত করিয়া পূর্ব্ববৃত্তিকে সমুদিত করিবার জন্য অন্তঃকরণের যে প্রক্রিয়া—তাহারই নাম চিত্ত বৃত্তির অনুস্মরণ।

এখন বুঝিবার কথা এই যে—চিত্ত স্মরণ করিবে কাহাকে? মনোবুদ্ধি যাহাকে বিষয় না করিয়াছে, ইন্দ্রিয় দ্বারে যাহা প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, চিত্ত তাহাকে স্মরণ করিবে কি করিয়া? বিষয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ না হইলে অন্তঃকরণে তাহার উদ্বোধ বা স্মরণ কখনও হইতে পারে না। এক্ষণে সাধারণতঃ ইহা আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্নে যে সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বর্গ বা তীর্থ স্থান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাত কখনও কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় নাই, দেব দেবীর যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করা যায়, তাহাও কখন চর্ম্মচক্ষুর বিষয় হয় নাই, তবে স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণে তাহা প্রতিবিম্বিত হয় কিরূপে? এ আপত্তির কোনরূপ স্থায়িত্ব নাই। কারণ স্বপ্ন প্রত্যক্ষ যাহা কিছু পদার্থ সে সমস্তই মনোময়।

নিদ্রাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়া থাকে, তৎকালে কেবল এক মাত্র মনই সচেতন। স্বপ্ননাট্যে একমাত্র মনই নটবর, সুতরাং সে নাটকের যে অঙ্কে যে গর্ভাঙ্কে যাহাই কেন দৃশ্য না হউক, বুঝিতে হইবে সে সমস্তই ঐ নটমহাশয়ের রূপান্তর লীলা খেলা মাত্র। স্বপ্নের সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গ ভল্লুক, স্ত্রী পুত্র মিত্র ভৃত্য, স্বর্গ নরক, সমস্তই অন্তঃকরণের পরিণাম বই আর কিছুই নহে। মন যখন যে পদার্থ দেখিয়াছে শুনিয়াছে, ভাবিয়াছে, পাষাণের রেখার ন্যায় মনোবৃত্তিতে তাহাই নিখাত—অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার উপরে পরতঃপর যত বৃত্তিস্তর সজ্জিত ছিল, নিদ্রাবস্থায় নানা কারণে সে গুলি যেমন অন্তর্হিত হইয়াছে অমনি সেই পূর্ব্বরেখা দেখা দিয়াছে। বহির্যবনিকা যেমন উত্তোলিত হইয়াছে অমনি অন্তরের দৃশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গ কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা নহে—তবে তুমি আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহ জন্মে প্রত্যক্ষ হয় নাই, জন্ম জন্মান্তরে প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। যাহা হউক জন্মান্তর বাদে সে সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে, এখন আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, স্বপ্নে যে স্বর্গ দেখি সে স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা মন, সে সময়ে ইন্দ্রিয়কে লইয়া মন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, তাঁহার যাহা কিছু উপাদান, উপকরণ, সম্বল ভরসা সে সমস্তই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ-বিষয়। সেই উপাদান উপকরণ লইয়াই তিনি স্বপ্নে যাহা কিছু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল নির্ম্মাণ করিবেন, মন ইতিপূর্ব্বে চক্ষুকে লইয়া যাহা দেখিয়াছেন, কর্ণকে লইয়া যাহা শুনিয়াছেন, চক্ষু কর্ণের অভাবে এখন সেই সকল বিষয় লইয়া তিনি লীলা খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, কেবল অন্যবৃত্তির সহযোগে অন্যরূপ ভান করাইতেছেন এই মাত্র। স্বপ্নে স্বর্গ দেখি সত্য, কিন্তু সে স্বর্গে স্বর্গ বলিয়া যাহা সংস্কার, তাহাও বেদ বেদাঙ্গে যে স্বর্গ শ্রবণপ্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহারই প্রতিবিম্ব মাত্র। ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতিতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য শ্রবণ না করিলে এবং মনে ২ সে স্বর্গ চিত্রিত না করিলে অন্তরে কখন স্বর্গের

সংস্কার জন্মিত না, সংস্কার না জন্মিলে এ স্বর্গও কখন দর্শন করিতাম না। শ্রবণজন্য পূর্ব্ব সংস্কার হেতু স্বপ্নদৃশ্য চিত্রকে স্বর্গ বলিয়া অনুভব হইতেছে এই টুকুই স্বতন্ত্রতা, নতুবা তথায় যে সকল, অট্টালিকা, মন্দির, বন, উপবন, দেখিতেছি, তাহা এই পৃথিবীতে যাহা দেখিয়াছি, তাহারই প্রতিবিম্ব। কেবল সংস্কার গুণে মন তাহাকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। স্বপ্নে যাহা জ্যোতির্ময় পুরী, তাহার জ্যোতিঃও পূর্ব্বচিন্তিত, পুরীর চিত্রও পূর্ব্ব-চিন্তিত, মন কেবল সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্যোতিঃ ও পুরীকে এক্ষণে একত্র সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বিজন বন চির কালই আছে—কিন্তু আজ্ সেই বনে মন আমাকে ব্যাঘ্রের সম্মুখে লইয়া গিয়াছে—এই টুকুই মনের কৃতিত্ব. এই টুকুই এ নাটকের নিগূঢ় রহস্য, এই টুকুই স্বপ্নের স্বপ্নত্ব। তাই বলিতেছিলাম, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটিরও যাহা কখন প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, এমন পদার্থ কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে পারে না, কেন না, প্রদর্শক মনের ভাণ্ডারে সে পদার্থের অস্তিত্বই আদৌ নাই। তবে সাধকের উপাস্য দেবতা-বিষয়ক স্বপ্নাদির প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। " সাধকের অষ্টসিদ্ধি " প্রকরণে আমরা সে সকল বিষয়ের ব্যাখায় হস্তক্ষেপ করিব।

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন ব্যাপারে ইহা প্রমাণিত যে, শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ এই পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত যে কোন একটি পদার্থ ব্যতীত, কি জাগ্র-দবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় চিত্ত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারে না। মন্ত্র-বিষয়ক মননেও এই পঞ্চতত্ত্বের কোন একটি পদার্থের অস্তিত্ব থাকা চাই, কিন্তু গায়ত্রীতত্ত্বে এই—বিষয় লইয়াই বিষম বিভ্রাট।

গায়ত্রী-উপাসনা।

আজ্ কাল অনেকের বিশ্বাস এই—যে, গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য দেবতা নির্গুণ ব্রহ্ম, সুতরাং গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা তাঁহার নির্গুণ স্বরূপই মন্তব্য; এখন বিভ্রাট্ এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম জীবের অবাঙ্মনসগোচর

অতীন্দ্রিয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, মন তাহাকে মনন করিবে বা চিত্ত তাহাকে স্মরণ করিবে কি করিয়া ? অপ্রত্যক্ষ পদার্থের উপলব্ধি স্বপ্নেও যদি অসম্ভব হয়, তবে জাগ্রতে তাহার সম্ভব হইবে কিরূপে ? তাই গায়ত্রীমন্ত্রের মনন ত অঘটন-ঘটন। দ্বিতীয়তঃ, নির্গুণ ব্রহ্ম গুণেরও অতীত, যিনি গুণাতীত, তাঁহার অনুগ্রহও নাই, নিগ্রহও নাই, সন্তোষও নাই, বিরাগও নাই—সুতরাং তাঁহা হইতে এ সংসারে আশাও নাই ভরসাও নাই। যাঁহার নিকটে কিছু পাইবারও নাই, যাইবারও নাই, যাঁহার নিকটেও নাই, দূরেও নাই, তাঁহার নিকটে যাইবারই বা প্রয়োজন কি আছে ? আমরা বলিব—গায়ত্রীতে যাইবারও কথা নাই—আসিবারও কথা নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া ধ্যান ধারণা করিবার কথা আছে, কিন্তু সে ধ্যান ধারণাও ত মনকে পরিত্যাগ করিয়া হইবার উপায় নাই। মন আমাদিগের ত্রিগুণ-বিজড়িত, ব্রহ্ম নির্গুণ, চিমটা দিয়া যেমন আকাশধরা অসম্ভব, সগুণ মন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ও তদ্রূপ অসম্ভব। তৃতীয়তঃ জ্ঞানমার্গে হউক, ভক্তিমার্গে হউক, কর্ম্ম মার্গে হউক, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্ববাদী, সর্ব্ব যুক্তি এবং সর্ব্ব শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপার রূপানি"।

"সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসিক ব্যাপারের নাম উপাসনা।" এ জন্য গায়ত্রী প্রতি পাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া আর কিছু হইলেই ভাল হইত। কিন্তু কি করিব ? শাস্ত্র আবার বলিতেছেন—

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং॥

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা সকলেই শাক্ত, কেহ শৈব বা বৈষ্ণব নহেন, যে হেতু সকলেই বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরে শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য যাহাই কেন না হউন, মূলে সকলেই শাক্ত, কারণ যে গায়ত্রীর প্রভাবে তাঁহাদের

দ্বিজত্ব—সেই বেদজননী গায়ত্রীই স্বয়ং মহাশক্তি-স্বরূপিণী।

এ স্থানেও বলিতেছেন—“ উপাসন্তে যতো দেবীং ” সকলেই গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি নির্গুণা, তাঁহাকে সগুণ মনের শক্তি বিষয় করিবে কি করিয়া ?

চতুর্থ কথা, আমরা ত মনে মনে বুঝিয়াছি গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণ, শাস্ত্র কিন্তু গায়ত্রীর ধ্যানে বলিতেছেন—জপ সময়ে প্রাতঃ মধ্যাহ্ণ সায়াহ্ণ এই ত্রিকাল ভেদে গায়ত্রীকে ত্রিমূর্ত্তি ধ্যান করিবে—যথা প্রাতঃকালে গায়ত্রী তরুণারুণ রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারিণী হংসবাহিনী কুমারী রূপা ব্রহ্মাণী সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থা ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যাহ্নে—সাবিত্রী নীলোৎপলদল শ্যামা চতুর্ভুজা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণী গরুড়াসনসংস্থিতা যুবতী রূপা বৈষ্ণবী সূর্য্য মণ্ডল-মধ্য বর্ত্তিনী যজুর্ব্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সায়াহ্নে—সরস্বতী বিশদশ্বেতসুন্দরী ত্রিশূল ডমরুধারিণী ত্রিলোচনা অর্দ্ধ চন্দ্র বিভূষিতা বৃষভাসন সংস্থিতা বৃদ্ধরূপা রুদ্রাণী সূর্য্যমণ্ডল মধ্য-স্থায়িনী সাম বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

শঙ্করাচার্য্য কৃত যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা ভাষ্যে—

ব্যাসঃ। গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্ণে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা।

পূর্ব্বাহ্ণে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী, ত্রিকালে তাঁহার এই নামত্রয় এবং তিনিই এই কালত্রয় ভেদে ত্রিসন্ধ্যা স্বরূপিণী।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা।
যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা সাতু দেবী সরস্বতী।

প্রাতঃসন্ধ্যা গায়ত্রী, মধ্যাহ্ণ সন্ধ্যা সাবিত্রী। সায়ং সন্ধ্যা সরস্বতী।

ব্যাসঃ। রক্তা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা-
কৃষ্ণা সরস্বতী জ্ঞেয়া সন্ধ্যাত্রয়মুদাহৃতং।
এবং তিসৃষু বেলাসু রূপ মস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অন্যস্যা মপি বেলায়াং ধ্যাতব্যা শুক্লবর্ণিকা॥

গায়ত্রী রক্তবর্ণা, সাবিত্রী [বেদভেদে] শুক্লবর্ণা, সরস্বতী (বেদ ভেদে) কৃষ্ণ বর্ণা। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর এই ত্রিবিধ রূপ উদাহৃত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত অন্য সময়ে ধ্যান করিতে হইলে তাঁহাকে শুক্লবর্ণা ধ্যান করিবে।

ত্রিপদা যাতু গায়ত্রী ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরী।
সৈবোপাস্যা দ্বিজাতীনাং ত্রিমূর্ত্তিত্বে বিনিশ্চয়ঃ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শক্তিরূপিণী যিনি ত্রিপদা গায়ত্রী, দ্বিজাতিগণ তাঁহাকেই ত্রিমূর্ত্তিস্বরূপে নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করিবেন।

আবার প্রাণায়াম সময়ে এই শক্তিরূপিণী গায়ত্রীকেই পুরুষ রূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—যথা—

নীলোৎপলদলশ্যামং নাভিমাত্রে প্রতিষ্ঠিতং।
চতুর্ভুজং মহাত্মানং পূরকেন বিচিন্তয়েৎ।
কুম্ভকেন হৃদিস্থানে ধ্যায়েচ্চ কমলাসনং।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহং।
রেচকেনেশ্বরং ধ্যায়েৎ ললাঠস্থং ত্রিলোচনং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নির্ম্মলং পাপনাশনং।

পূরক সময়ে (বেদ ভেদে) নাভি মণ্ডলে নীলোৎপলদল শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ মহাত্মাকে চিন্তা করিবে। কুম্ভক সময়ে [বেদ ভেদে] হৃদয়-স্থলে কমলাসন চতুর্ম্মুখ রক্তগৌরকলেবর লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। রেচক সময়ে ললাটতটে স্বচ্ছ সুন্দর, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ ত্রিলোচন পাপ নাশন মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে।

বেদাধিকার বিশিষ্ট গায়ত্রীর উপাসক ব্রাহ্মণ! বলিয়া দাও! এ সকল মূর্ত্তি কি ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ ?

ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, সাকার কি নিরাকার সে বিচার পরে। এখন বুঝিয়া লইতে হইবে, গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণ ইহা ও শাস্ত্র-বাক্য, জপ ও প্রাণায়াম সময়ে তাঁহার সগুণ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে-

ইহা ও শাস্ত্র বাক্য, এ উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে ? গায়ত্রীতে যদি তিনি নির্গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়েন, তবে আবার কেন শাস্ত্র তাঁহাকে সগুণরূপে ধ্যান করিতে বলেন । এ পরস্পর বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় কি ? সমন্বয় কি তাহা পরে দেখিব, আমরা বলি, এ বিরুদ্ধবাদের সৃষ্টি হইল কেন ? তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিজের কিছু ভাঙ্গিবার গড়িবার সাধ্য আছে ? না তিনি যাহা, শাস্ত্র তাহাই বলিতে বাধ্য ? মানবীয় অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া শাস্ত্র গঠিত হইলে অবশ্য তাহাতে ভাঙ্গিবার গড়িবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু আর্য্যমতে শাস্ত্র ত মানবপ্রণীত নহে, এ সকল তত্ত্বও যাঁহার, শাস্ত্রও তাঁহার, তবে আর শাস্ত্র ইহা বলিলেন কেন ? উহা বলিলেন না কেন ? বলিয়া শাস্ত্রের প্রতি আপত্তি কেন ? ভগবান্ আপন ছায়া যন্ত্রে আপনি আপনার চিত্র তুলিতে বসিয়াছেন, যখন যে রূপ সাজিয়া বসিতেছেন, তখন সেই রূপ দৃশ্য উঠিতেছে তজ্জন্য এক জনের মূর্ত্তি নানা রূপ হইল কেন বলিয়া ছায়াযন্ত্রের কোন দায়িত্ব নাই, পুরুষের ইচ্ছাই কেবল এই মূর্ত্তি-বৈচিত্র্যের প্রতি এক মাত্র কারণ। তাই বলিতেছিলাম, শাস্ত্র কেন বলিলেন ? এই আপত্তিই আদৌ অসম্ভব ।

সাধকগণ অনুধাবন করিবেন, কেবল এক গায়ত্রী বলিয়া নহে, সমস্ত মন্ত্রেই দুই দুইটি করিয়া শক্তি নিহিত আছেন । প্রথম বাচ্য শক্তি, দ্বিতীয় বাচক শক্তি, যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা, তিনি বাচ্য-শক্তি, আর যিনি মন্ত্রময়ী দেবতা, তিনিই বাচক শক্তি । যেমন শাস্ত্রে বলিয়াছেন, " সর্ব্বেষাং বিষ্ণু মন্ত্রানাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা " সমস্ত বিষ্ণু-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা । যেমন দুর্গা সহস্রনাম স্তোত্র মন্ত্রে দুর্গা দেবতা, মহামায়া শক্তি । যেমন বিষ্ণুসহস্র নাম-স্তোত্রে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, দেবকীনন্দন শক্তি, ইত্যাদি । বীজ যেমন ফলের অন্তর্নিহিত, বাচ্য-শক্তিও তদ্রূপ বাচক শক্তির অন্তর্নিহিত, বাহিরের ফলাংশ ভেদ না করিলে যেমন অভ্যন্তরের বীজাংশ লক্ষ্য হয় না, তদ্রূপ বাচক-শক্তির আরাধনা না করিলেও বাচ্য শক্তির স্বরূপ

অনুভূত হইতে পারে না, মন্ত্র বাচ্যশক্তি বলে জীবিত, এবং বাচক শক্তিবলে রক্ষিত, জীবন ব্যতিরেকে রক্ষাতে ও কোন ফল নাই, আবার রক্ষা ব্যতীত জীবনের ও কোন স্থায়িত্ব নাই, তাই এই উভয় শক্তির কোন একটিকে পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধি ত দূরের কথা, মন্ত্র চৈতন্যেরই উপায় নাই। বিশেষতঃ যে মন্ত্রবলে উপাসনার অধিকার জন্মিবে, বাচক শক্তির আরাধনা ব্যতিরেকে সেই মন্ত্রেই আদৌ জীবনী শক্তির সঞ্চার হইবে না। মৃত সন্তান ক্রোড়ে করিয়া সংসারের উন্নতি চিন্তা করা ও যে কথা, অচৈতন্য মন্ত্র লইয়া সিদ্ধি সাধনার পরামর্শ করাও সেই কথা। তাই বলিতেছি, সাধক এই স্থানে উপাসনা বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর সংক্রামক উপাসনা না বুঝিয়া আর্য্য জাতির যাহা শাস্ত্রোক্ত উপাসনা, তাহাই বুঝিবেন, কারণ আমরা এ উপাসনার ফল যাহা উল্লেখ করিব, তাহা শাস্ত্রোক্ত, ইহার মন্ত্র, প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন নহে যে, শারদীয় মেঘের মত গর্জনে বজ্রপাতে ঝঞ্ঝাবাতে পর্য্যবসিত হইবে। ইহার উচ্চারণের ফল প্রথমে বিশ্ববিপ্লাবিনী দৈবদৃষ্টি-বৃষ্টি, পরিনাম ফল সিদ্ধিরূপ শস্যসম্পত্তি। পার্থিব জল যেমন সূর্য্যকিরণে সংক্রামিত এবং আকাশ সঞ্চিত হইয়া বৃষ্টিরূপে ধরাতলে পতিত হয়, আবার সেই জল বিশুষ্ক হইয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডল অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য তেজোময় মার্ত্তণ্ড মণ্ডলে এই দ্বৈত জগৎ আকৃষ্ট হইয়া অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানরূপে নীরস দ্বৈত সংসার আপ্লাবিত করিবে, আবার সেই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দরসস্রোতে দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাসাইয়া দ্বৈতভান স্বতন্ত্র রাখিয়া অদ্বৈত বুদ্ধি সেই অদ্বৈতরূপিনীর অভিমুখে ধাবিত হইবে, ইত্যবসরেই কর্ম্মভূমির সুযোগ্য কৃষক সাধকের বিশাল বিশ্বক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া অষ্ট সিদ্ধিরূপ শস্যসম্পত্তি অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত এবং সুপক্ক হইয়া যাইবে। তাই গায়ত্রী মন্ত্র বলিতে ঝঞ্ঝাবাতের প্রারম্ভ না বুঝিয়া সেই জলভরমন্থর জলধরসুষমা মাকেই

বুঝিতে হইবে। তিনিই গায়ত্রী প্রতিপাদ্য বাচ্যশক্তিস্বরূপিনী নিগুর্ণ দেবতা হইয়া ও তাঁহার নিগুর্ণস্বরূপ, সগুণ জীবের অগম্য জানিয়া সাধকের সিদ্ধি সাধনার অনুকূল সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়বিহারিনী সগুণ মূর্ত্তিই গায়ত্রী মন্ত্রের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী বাচকশক্তি। পঞ্চাশদ্বর্ণনাদিনী কুলকুণ্ডলিনীর বর্ণে বর্ণে কেবল তাঁহারই শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণচ্ছটা, প্রতি বর্ণ কেবল তাঁহার ই স্বরূপ বর্ণনা, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাভাগবতে ব্যাস জৈমিনি সংবাদে—

মাহাত্ম্য মতুলং তস্যাঃ কঃশক্তঃ কথিতুং মুনে
শিবোপি পঞ্চভির্ব্বক্তৈ র্যদ্বক্তুং ন শশাক হ।
শম্ভুর্বারাণসীক্ষেত্রে মুমুক্ষূনাং নৃনাং স্বয়ং
তস্যা এব মহামন্ত্রং যদ্‌যস্য গুরুণেরিতং
স্বয়ন্তু তরসাগত্য তারকব্রহ্মসংজ্ঞকং
কর্ণে ব্রুবন্মহা মোক্ষং নির্বাণাখ্যং প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বেষা মেব মন্ত্রানাং নির্বাণপদদায়িনী
সৈকাহি বীজং বিপ্রর্ষে জৈমিনে মোক্ষদায়িনী
তত্র তত্র সমস্তানাং মন্ত্রানাং তাং মহামতে
বেদাঃ প্রাহু রধিষ্ঠাত্রীদেবতাং মোক্ষদায়িনীং।
শশকা মশকাদ্যাশ্চ যে চান্যে প্রাণিনো ভুবি
তেষাং মোক্ষপ্রদানায় শম্ভু র্বারাণসী পুরে
দুর্গেতি তারকং ব্রহ্মা স্বয়ং কর্ণে প্রযচ্ছতি।

তত্রৈব সৃষ্টি প্রকরণে—

এবং সসর্জভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বমিদং জগৎ
তং প্রাপ প্রকৃতি র্দেবী ভূত্বাংশেন মহামতে
সাবিত্রী যাং দ্বিজাঃ সর্ব্বে সন্ধ্যাত্রয় মুপাসতে।

তথাংশেন সমুৎপন্না লক্ষ্মী শ্চাপি সরস্বতী
ত্রিজগৎ পালকং বিষ্ণুং পতিং প্রাপ স্বলীলয়া ॥

মুণে! সেই আদ্যা শক্তির নিরুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কাহার সাধ্য? স্বয়ং শিব ও পঞ্চ বক্ত্রে যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বারাণসীক্ষেত্রবাসী মুমুক্ষু মানবগণের দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ং শম্ভু তৎক্ষণাৎ তথাতে সমাগমন পূর্ব্বক যাহার যাহা গুরুদত্ত মন্ত্র, তাহার কর্ণকুহরে সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাণ রূপ মহামোক্ষ প্রদান করেন। বিপ্রর্ষে জৈমিনে! সেই মহাশক্তিই জীবের নির্বাণ মোক্ষ দায়িনী, যে হেতু, একমাত্র তিনিই সমস্ত মন্ত্রের বীজরূপিনী। মহামতে! সমস্ত বেদ, সেই মোক্ষ-দাকেই সমস্ত মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বারাণসীপুরে মহেশ্বর, শশক মশক প্রভৃতি প্রাণিবর্গের মুক্তি বিধানার্থ মৃত্যুকালে স্বয়ং তাহাদের কর্ণকুহরে "দুর্গা" এই তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন।

সৃষ্টি প্রকরণে—

মহামতে! ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এবং দেবী প্রকৃতি, অংশের দ্বারা সাবিত্রী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিলেন, দ্বিজগণ ত্রিসন্ধ্যায় যে সাবিত্রীর উপাসনা করেন। এই রূপে দেবী, পুনর্ব্বার অংশের দ্বারা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজলীলাক্রমে ত্রিজগৎপালক বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিলেন।

এতদতিরিক্ত মাতৃকাবর্ণ রূপে তাঁহার অনন্ত বিভূতি বর্ণিত হই-য়াছে, আমরা যথাস্থানে সে সকল স্বরূপের উল্লেখ করিব। ফল কথা, বাচ্য বাচক অবস্থা ভেদে সেই সচ্চিদানন্দময়ীর স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই—জলের ঘনীভূত অবস্থা যেমন মেঘ মণ্ডলী, তদ্রূপ নির্গুণ বাচ্য-শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই বাচক শক্তির সগুণ মূর্ত্তি, বায়ু হিল্লোলে

মেঘ যেমন তরল হইয়া জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভক্তের প্রেমের হিল্লোলে চঞ্চল হইয়াই মূর্ত্তিময়ী সগুণ দেবতাও ব্রহ্মাণ্ডময় নিজ নির্গুণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন—সেই কৃতার্থতার জন্য যাহা কিছু প্রক্রিয়া, তাহাই সিদ্ধিও সাধনা। তাই দেখিতে পাই, যখনই ভক্তকে একান্ত কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার নিজ পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তখনই নিঃস্বরূপ হইয়াও তিনি স্ব-স্বরূপ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচক শক্তি যদি বাচ্য শক্তি হইতে স্বতন্ত্র হয়েন, তবে সেই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফারিণী শক্তির আবির্ভাব সম্ভাবিত হইল কোথা হইতে? পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির উদরে এ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড স্থান পাইল কি উপায়ে? তাই বলিতেছিলাম, ভক্ত! ও মেঘ কেবল জলের ঘণীভূত সমষ্টি বই আর কিছুই নহে, এক বার হৃদয় খুলিয়া 'মা' বলিয়া প্রেমের বাতাস দিয়া দেখ, অজস্র, অশ্রান্ত বর্ষণে ত্রিভুবন ডুবিয়া যাইবে, তখন কোথায় তুমি, কোথায় আমি, এ দ্বৈত জগৎ সেই অগাধ অদ্বৈত তত্ত্ব গর্ভে নিখাত নিমগ্ন হইয়া পড়িবে। সাধকের সাধনাবলে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সগুণ শক্তি জাগ্রৎ হইলে, তিনি উঠিয়া অদ্বৈততত্ত্বের কবাট খুলিয়া দিবেন, তবে এ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ তত্ত্ব সন্দর্শন ঘটিবে। নট নটী স্বয়ং অভিনয় করিয়া না দেখাইলে যেমন তাহাদের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, এ বিশ্বনাটকের নটনটীও তদ্রূপ দয়া করিয়া আপন বিদ্যা আপনি না দেখাইলে কাহারও সাধ্য নাই যে, সে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তবে যাঁহারা অভিনয়ের অভিনয় করিয়া প্রকারান্তরে নিজেরাই নট নটী সাজেন নাটক পড়িতে পড়িতে নিজেরাই নটনটী হইয়া উঠেন, চক্ষু মুদ্রিত করিতে না করিতেই অমনি সগুণ ব্রহ্মাণ্ড লয় করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিতে থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তাঁহারা নিজেরাই দর্শয়িতা, নিজেরাই দ্রষ্টা, দেখাইবেন ও তাঁহারা, দেখিবেন ও তাঁহারা, আপন মুখ আপনি দেখিবেন, দণ্ডে দশ বার

যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া সাজিয়া দেখিতে পারেন তাহাতে তোমার আমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। তবে, তুমি আমি পরের মুখের কথা শুনিয়া যাহাই কেন মনে না করি, তাঁহারা কিন্তু বিলক্ষণ জানেন যে, আমরা যাহা ছিলাম, তাহাই আছি, তবে—সাজিয়াছি ভাল। এই ত গেল অভিনয় করিবার কথা, বাস্তবিক অভিনয় দেখিবার কথা, ইহা হইতে পৃথক্। যাঁহাদের আশা আছে—তিনি অভিনয় করিবেন, আমরা দেখিব, তিনি নাচিবেন, আমরা নাচাইব, তিনি তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন, আমরা প্রাণ ভরিয়া দেখিব, বাস্তবিক, জলের অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটিবার নহে। তাঁহাদের গভীর প্রতিজ্ঞা, যত দিন পার্থিব আকাশে সেই নবমধুর কাদম্বিনীর অভ্যুদয় না হইবে, তত দিন এই ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবনে কাতর হৃদয়ে বিশুষ্ককণ্ঠে চাতকের ন্যায় নিরন্তর কাঁদিব, তথাপি মরুমরীচিকার ভ্রান্ত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞান মৃগযূথের ন্যায় ধাবিত হইয়া জ্বলন্ত তৃষ্ণানলে অকালে প্রাণ হারাইব না। আজ্ হউক্ কাল্ হউক্, বর্ষ মধ্যে এমন দিন অবশ্য এক দিন আসিবে, যে দিন সেই স্নিগ্ধোজ্জল কাদম্বিনীর আনন্দময়ী ভুবনভরা রূপের ছটায় নয়ন জুড়াইবে, প্রাণ শীতল হইবে, আর তাঁহারই অমৃতময় কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টিভরে জন্মের মত প্রাণের পিপাসা মিটিয়া যাইবে। তাই ভক্ত অনন্য শরণ, তাই ভক্ত একান্ত প্রণত, তাই ভক্ত পরযাচ্ঞা পরাঙ্মুখ। তাই ভক্ত বলিয়া থাকেন।

জানামিত্বাং ব্রহ্মকৈবল্যরূপাং জানামিত্বাং নির্গুণাং জ্ঞানগম্যাং
জানামিত্বাং ভক্তবাৎসল্যপূর্ণাং জানামি ত্বা মীশ্বরীং বিশ্বরূপাং।
জানামি ত্বাং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিং নানারূপৈঃ সাধকাভীষ্টদাত্রীং
জানামি ত্বাং লীলয়া লোকধাত্রীং জানাম্যম্ব ত্বাং বিধীনাং বিধাত্রীং।
তথাপি জানাম্যহ মম্বিকে ত্বা মনন্যসিদ্ধেঃ শরণাগতস্য
অনাথদীনার্ত্ত বিপদ্গতস্য মণিঞ্চ মন্ত্রঞ্চ মহৌষধঞ্চ।

মা ! জানি, তুমি ব্রহ্মকৈবল্যরূপা, জানি,তুমি নির্গুণা এবং জ্ঞানগম্যা, জানি তুমিই আবার ভক্তবাৎসল্যপূর্ণা। জানি, তুমি ঈশ্বরী এবং বিশ্বরূপা, জানি, তুমি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি এবং নানারূপে সাধকের অভীষ্টদাত্রী. জানি, তুমি লীলাবশবর্ত্তিনী হইয়াই ত্রিলোকধাত্রী, জানি মা ! তুমি সকলবিধাতার বিধাত্রী । তথাপি ইহা ও জানি মা ! কোন উপায়ে যাহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার নহে, সেই অনাথ দীন আর্ত্ত বিপন্ন শরণাগতের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র মণি মন্ত্র এবং মহৌষধ ; অনাথ দীনের সম্বন্ধে তুমি চিন্তামণি, অনন্য সিদ্ধির সম্বন্ধে তুমিই মহামন্ত্র, আবার আর্ত্ত বিপন্নের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র মহৌষধ। সাধকের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য, এই বিশ্বাসের সত্যতা দেখাইবার জন্যই বাচ্যশক্তিস্বরূপিণী নিত্যচৈতন্যময়ীর বাচকশক্তিস্বরূপে লীলাময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ । কন্যারূপে সেই লীলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই জগজ্জননী নিজপিতা হিমালয়কে বলিয়াছেন—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বত পুঙ্গব ।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্ দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

পর্ব্বতরাজ ! আমার স্থূলরূপের সম্যক্ ধ্যান না করিয়া কেহ আমায় সেই সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে পারেনা, যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিলে জীব সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ সমাধি লাভ করে।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ
স্বল্প মালোচয়েৎ সূক্ষ্মংরূপং মে পরমব্যয়ম্ ।

সেই হেতু মুক্তি-অভিলাসী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়াযোগ দ্বারা যথা বিধি সেই সমস্ত রূপের সম্যক্ উপাসনা. করিয়া ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে ।

সাধক এই স্থলে বুঝিয়া লইবেন, সাকাররূপে তাঁহার যথাশাস্ত্র উপাসনা সম্পূর্ণ হইলে তবে সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনার অধিকার জন্মিবে—এখন কোথায় সেই সূক্ষ্মরূপ, আর কোথায় এই তুমি আমি!!

গায়ত্রীর ন্যায় সমস্ত মন্ত্রেরই বাচ্যশক্তি নির্গুণ, কিন্তু বাচকশক্তি সগুণ। কারণ, বাচকশক্তি উপাস্য, বাচ্যশক্তি অধিগম্য, বাচকশক্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং বাচ্যশক্তিতে প্রবেশ করিতে হইবে। যত দিন আমার এই মন প্রাণ দিয়া আমি "আমি" থাকিয়া, অর্থাৎ "আমি উপাসক, তিনি উপাস্য" এই জ্ঞান স্থির রাখিয়া আমাকে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, তত দিন স্থূল সাকার সগুণ মূর্ত্তি ধরা আমার গতি নাই—আর যে দিন আমার মনঃ প্রাণ প্রকৃতি গর্ত্তে ডুবিয়া যাইবে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তাঁহার স্বরূপে বিলীন হইবে—আমার আমিত্ব ঘুচিয়া গিয়া, সেই কি জানি কেমন "না আমি, না তুমি" স্বরূপের মধ্যে পড়িয়া আত্মহারা হইব—সে দিন আর, আমি কার, কে আমার? আমি থাকিলে তবে ত তুমি, আমি যখন আমি নাই, তখন আর তুমি কে? অথবা তুমি "তুমি" থাকিলেও তখন আর সে তুমিকে খুঁজিয়া লইবে আমার এমন আমি কেহ থাকিবেনা। তটিনী যতক্ষণ সাগরের বক্ষে গিয়া আত্মহারা না হইতেছে, ততক্ষণ ই "তটিনী ও সাগর" তার পর তটিনী যখন সাগরসঙ্গে মিশিয়া গেল, তখন সাগর, সাগর থাকিলে ও তটিনীর পক্ষে আর সাগর ও নাই, তটিনী ও নাই, কেন না, সে নিজে তখন আর তটিনী নাই—এবং কি যে হইয়াছে তাহা ও আর তাহার বলিবার অধিকার নাই, কেননা সে আর তখন "সে" ও নাই। "সে" বলিয়া তখন তাহাকে কাহারও সহিত পৃথক্ করিবার উপায় নাই—তাহার ও পৃথক্ হইবার উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, আমি যখ ননাই, তখন তিনি থাকিলেও আমার সম্বন্ধে আর

নাই। কারণ, আমার আমিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পক্ষে তাঁহার তিনিত্বও ঘুচিয়া গিয়াছে। বল সাধক! এই নির্গুণ স্বরূপে ডুবিয়া তুমি কাহার উপাসনা করিবে? ইহা উপাসনা নহে, উপাসনার পূর্ণ পরিনাম—ইহারই নাম নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মকৈবল্য, এ অবস্থায় উপাস্য ও উপাসক এক পদার্থ, অথবা উপাস্য ও নাই, উপাসক ও নাই, আছেন কেবল তিনি মাত্র। এ অবস্থাও যদি তোমার উপাসনার ক্ষেত্র হয়, তবে মুক্তকেশীর রাজ্যে তোমার মুক্তির স্থান কোথায় হইবে তাহা ত জানি না। যাহা হউক, যাঁহাদের তাহা হইয়াছে, তাঁহারা সে ভাবনা ভাবিবেন, আমরা বলি, জীব! যত ক্ষণ তোমার জীবত্ব রহিয়াছে, ততক্ষণ উপাসনা না করিয়া উপায় নাই, যত ক্ষণ উপাসনা আছে, তত ক্ষণ উপাসনাকে "উপাসনা" রাখিবার জন্য [illegible] মূর্ত্তির আ[illegible] ভিন্ন উপায় নাই। ভয় নাই, "উপায় নাই" বলিয়া তোমাকে আম[illegible] কে যাহয় একটা কিছু ধরিয়া লইতে হইবে না, যিনি জীবের [illegible] করিয়াছন, তিনি পূর্ব্বেই জীবের প্রাণের ব্যথা বুঝিয়াছেন, ধরিতে হইবে বলিয়াই ধরাধর-কুমারী নানা রূপে ধরা দিয়াছেন, তাই আজ্ ধরাতলে বসিয়াও তুমি আমি তাঁহাকে ধরিবার জন্য করপ্রসারণ করিতে সাহসী হইতেছি। ধরাতলে রসাতলে নভস্তলে তিনিই এক অদ্বিতীয়া হইয়া ও নানা রূপে দ্বৈত জগতের জননী সাজিয়া বসিয়াছেন—ব্রহ্মময়ীর সেই বিরাট লীলা দেখিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কুলার্ণব তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে—

"চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

চিন্ময় অপ্রমেয় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্ম, উপাসক গণের হিতার্থ রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণুদেবি মহাভাগে তবারাধন কারণং

তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্য মশ্নুতে।
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরং
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীন মিদং জগৎ।
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানা মস্মাকমপি জন্মভূঃ
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন।
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা শোড়ষী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া॥
সর্ব্ব শক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধা স্তনূঃ
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্‌ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্র ধারিণী
তত্তদ্রূপ বিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদি সাধনং
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ॥
পুনশ্চ তত্রৈব—
ত্ব মাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্ব শক্তি স্বরূপিনী
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু।
তবরূপান্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ
নানা প্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে।
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু

তেষামর্চ্চাসাধনানি কথিতানি যথামতি ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেবীর প্রতি শ্রীসদাশিবের উক্তি।

দেবি মহাভাগে! তোমার আরাধনার কারণ শ্রবন কর, যে কারণে তোমার সাধন হইতে জীব ব্রহ্মসাযুজ্য (কৈবল্য) লাভ করে। তুমি পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি। শিবে! সমস্ত জগৎ তোমা হইতে জাত এ জন্য তুমি জগজ্জননী। ভদ্রে! মহৎ হইতে অণু-পর্য্যন্ত এই সচরাচর জগৎ ত্বৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং তোমারই অধীনতায় অবস্থিত। তুমিই সর্ব্ববিদ্যার [সর্ব্বশক্তির] আদ্যা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, আমাদিগের [ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির] ও জন্ম ভূমি তুমি। নিখিলব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতত্ত্ব তুমি জান, কিন্তু তোমার স্বরূপ কেহ জানে না। তুমি কালী তারা দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ধূমাবতী, তুমি বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তা, তুমি অন্নপূর্ণা তুমিই কমলবাসিনী লক্ষ্মী। তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বদেবময়ী, তুমিই সূক্ষ্মা, তুমিই স্থূলা, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপিনী, নিরাকারা হইয়াও তুমি সাকারা, কে তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হইবে? উপা-সকগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, নিখিল জগতের মঙ্গল সাধন জন্য এবং দানবগণের বিনাশার্থ তুমি নানাবিধ দেহ ধারণ কর। তুমি চতুর্ভুজা দ্বিভুজা ষড়্ভুজা এবং অষ্টভুজা। তুমিই বিশ্বরক্ষার্থ নানা-শস্ত্রাস্ত্রধারিনী, তোমার সেই সকল রূপ ভেদে মন্ত্র যন্ত্র ইত্যাদি সাধন প্রকার এবং ভাবত্রয় অর্থাৎ পশু-বীর-দিব্যভাব সমস্ত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে॥

তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনী পরমা আদ্যাশক্তি, তোমার শক্তি অবল-ম্বন করিয়া আমরা [ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি] সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কার্য্যে শক্তিমান্। তোমার অনন্ত রূপ, নানাবর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট এবং নানাপ্রয়াস-সাধ্য উপাসনায় উপাস্য, কাহার সাধ্য তাহা বর্ণন করিবে? তোমারই করুণা কণা লাভ করিয়া সেই সমস্তরূপের

অর্চ্চন এবং সাধন প্রণালী কুলতন্ত্র আগম ইত্যাদি শাস্ত্রে আমাকর্ত্তৃক যথামতি কথিত হইয়াছে।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে দেখিতে পাই, তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব জীবজগতের বাক্য মনের অগোচর জানিয়াই সাধকের সাধন সিদ্ধির জন্য, ত্রৈলোক্য কল্যাণ বিধান জন্য, ভূভারহরণচ্ছলে ভূধরনন্দিনী স্বয়ং নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শাস্ত্রের অধীনতায় আত্মরক্ষা করিয়া যাঁহারা সাধন পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ত ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত, কিন্তু যাঁহারা আত্ম-অধীনতায় শাস্ত্রকে রক্ষা করিয়া স্বার্থপথে ধাবিত, তাঁহাদিগের মত স্বতন্ত্র। আপন আপন মত প্রচার করিলে কাহারও তাহাতে কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই, কিন্তু শাস্ত্রের আবরণে আত্ম-গোপন করিয়া, কদর্থ ও কূটব্যাখ্যায় শাস্ত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে স্বার্থের বিষ ঢালিয়া দিয়া, যাঁহারা বিকৃত এবং বীভৎসরূপে শাস্ত্রকে হত বা আহত করিয়া—লোক সমাজে প্রচার করেন " আমরা শাস্ত্রের চিকিৎসা করিতেছি "-সেই আধুনিক সমাজ, সংস্কারক ধর্ম্মস্থাপক সমালোচক সহস্রমারী চিকিৎসক মহাশয় গণের শানিতস্বার্থ-শস্ত্রপূর্ণ ব্যাখ্যা কঞ্চুক একবার উন্মোচিত করিতে হইবে, একবার দেখাইতে হইবে—তাঁহারা কোন্ কোন্ উপাদেয় ঔষধি লইয়া ধর্ম্ম জগতের চিকিৎসা বার্ত্তা ঘোষণা করিতে বসিয়াছেন। ইহা ও দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের যে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম স্তিমিত নিদ্রিত ভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন, বস্তুতঃই তাহা ধর্ম্মের বিশ্রামনিদ্রা ? না মহানিদ্রা ? চিকিৎসকগণ সাধন ধর্ম্মের ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রাহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক-রিয়া যে নূতন চিকিৎসাটি করিয়াছেন, উপস্থিত প্রকরণে আমরা সা-ধকবর্গকে তাহাই দেখাইব—

" চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ”

এই পূর্ব্বোক্ত বচনটির শাস্ত্রোক্ত অর্থ পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, চিকিৎসকগণ তাহার বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা বলেন যে, উপাসকগণ নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার কোন রূপ নাই ; এ কথা সত্য হইলে সাধকগণ যে, কেবল ব্রহ্মেরই রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এরূপ নহে, নিজ নিজ হিত অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির ও রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, নতুবা এ কার্য্য সিদ্ধিই বা কিরূপ ?

বস্তুতঃই যদি ব্রহ্মের কোন রূপ না থাকে, তবে তাঁহার মিথ্যা রূপ কল্পনা করিয়া আমার সত্য সত্য কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ইহা বিশ্বাস করিব কি উপায়ে ? অথবা বলিবে—রূপ চিন্তায় কেবল চিত্ত স্থির হইবে, চিত্ত স্থির হইলে তার পরে তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইবে। এই স্থানে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই যে রূপ নাই বলিয়া জানি, তাহাকে আছে আছে বলিয়া চিন্তা করিতে গেলে স্বাভাবিক মানুষের কি হাসি পায় না ? ইহা ধ্যান ও নহে, ধারণাও নহে, যেন ব্রহ্মকে লইয়া ছেলে খেলা করিতে বসিয়াছি, মাটির পুতুল কখন ও সত্য হইবে না, ইহা বালিকা বিলক্ষণ জানে, সে যে নিজে অপ্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কুমারী ইহাও তাহার অবিদিত নহে, তথাপি বালিকা যেমন খেলিতে বসিয়া “ ছেলে আমার কেঁদে মলো গো ” বলিয়া সকল ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া মাটির পুতুল কোলে করিয়া কত আদর কত সোহাগ করিতে করিতে তাহার মুখে কৃত্রিম দুধ দিয়া মনঃ প্রাণ স্থির করে, এও যেন ঠিক্ তাহাই। জানি, নির্গুণ ব্রহ্মের রোষ নাই, তোষ নাই, দোষ নাই, গুণ নাই, মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য কিছু নাই, দ্বৈত সম্বন্ধ নাই, প্রেম নাই স্নেহ নাই, বলিতে কি ? দেহটি পর্য্যন্ত ও নাই। তথাপি সেই নির্গুণ নিষ্কর্ম্মা নীরূপ ব্রহ্মের কল্পিত রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বা প্রসাদ লাভের জন্য এ উপাসনা কি

বিড়ম্বনা নহে ? আবহমান কাল পরম্পরায় অনাদিসিদ্ধ জগৎ প্রবাহে আর্য্য উপাসকগণ চিরকাল এই রূপ বিড়ম্বনা গ্রস্ত, ইহা যাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা যে উন্মাদগ্রস্ত নহেন, ইহা কে বলিবে ?

দ্বিতীয়তঃ, চিত্তস্থির করিবার জন্যই যদি রূপের কল্পনা হয়, তবে আমরা বলি, যে সকল রূপ চিন্তা করিবা মাত্র মনঃ প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া পড়ে, সেই স্বভাবসুন্দর স্বতঃ-প্রেমমন্দির রূপ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেব দেবী গণের নানাবিধ অস্বাভাবিক অদ্ভুত রূপ সকল কল্পনা করিয়া চঞ্চল চিত্তকে আর ও অস্থির করিবার প্রয়োজন কি ? যাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি এই রূপ তাঁহাদের রূপ কল্পনাও ঐরূপ হইলে তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু যাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি শাস্ত্রীয় শাসনে অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের পক্ষে ত এরূপ সিদ্ধান্ত বড়ই ভয়ঙ্কর। চিন্তা করিবার সময়ে আমি আমার স্বেচ্ছাধীন, আর তাহার ফল সিদ্ধির সময়ে শাস্ত্রের অধীন, এ বিকট রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন। সিদ্ধি সাধন কি আমার আজ্ঞাবহ ? আমি যেরূপে বলিব, সিদ্ধি সেইরূপে চলিবে, আমি যখন বলিব, সিদ্ধি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমি যে মূর্ত্তি চিন্তা করিব, সিদ্ধি সেই মূর্ত্তিরই অনুগামিনী হইবে—ইহা অলৌকিক আস্পর্দ্ধা, না উন্মত্ত প্রলাপ ? শাস্ত্র বাক্যে, এ স্বাধীনতার অহঙ্কার এক দিন অবশ্য চূর্ণিত হইবে বলিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি ॥

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে সাধক স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সে কখন ও সিদ্ধিকে পাইবে না, অধিকন্তু নরকে গমন করিবে। সিদ্ধি পাইবে না স্বেচ্ছাচার দোষে, আর নরকে যাইবে শাস্ত্র লঙ্ঘন জন্য মহা পাপে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ যাঁহার স্বেচ্ছাকল্পিত, আজ্ তুমি আমি তাঁহার রূপকল্পনা করিয়া লইব। মানুষ হইয়া এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ ইহাই তোমার ধন্যবাদ ॥

জিজ্ঞাসা করি, এ কল্পনা, কল্পনা কর তুমি কোন্ প্রমাণে? বলিবে, শাস্ত্র বলিয়াছেন "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত কোন আপত্তি দেখি না কিন্তু তুমি আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতেই সর্ব্বনাশ।

[শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ]

শাস্ত্র বলিয়াছেন, সাধকগণের হিত সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজের রূপ নিজে কল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু তুমি বুঝিয়াছ—উপাসকগণ নিজে তাঁহার রূপকল্পনা করিয়া লইয়াছেন। "সাধকানাং" এই সাধক শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠীর বহুবচন নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাকে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বুঝিয়াছ, এবং ঐ সাধক শব্দের অন্বয় করিয়াছ "রূপ কল্পনা" এই পদের সহিত। আবার "ব্রহ্মণঃ" এই ব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী আছে তাহাকে "সম্বন্ধে ষষ্ঠী" বলিয়া বুঝিয়াছ, অর্থাৎ সাধকগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মের সম্বন্ধে রূপ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে—সাধক শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠীর বহুবচন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং হিতার্থায় এই পদের সহিত তাহার অন্বয়, আবার ব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী আছে, তাহাই কর্ত্তায় ষষ্ঠী এবং রূপকল্পনা এই পদের সহিত তাহার অন্বয়, অর্থাৎ সাধকগণের হিতার্থ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে। দুই পক্ষই শ্লোকার্থে বিপর্য্যয় ঘটাইতে সমান সমর্থ হইলেও আমার মতে শাস্ত্র বাক্যের উপক্রম উপসংহারে কোন বিরোধ হইতেছে না, কারণ, কুলার্ণব তন্ত্রে সাকার উপাসনা কল্পেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন—

দেব্যুবাচ। কুলেশ! শ্রোতু মিচ্ছামি পূজনস্যচ লক্ষণং
কুলদ্রব্যাদি সংস্কার মর্চ্চনং বদমে শিব।

দেবী বলিলেন, কুলেশ্বর শিব! আমি এক্ষণে পূজার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব কুলদ্রব্যাদি সংস্কার রূপ অর্চ্চনবিধি আমাকে বল। দেবীর এই প্রশ্নের পর ভগবান্ ভূতভাবন, পূজা প্রক-

রণে দেবতার আবাহন পর্য্যন্ত ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া আবাহনের মূল তত্ত্ব সাকার রূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্ত বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যথা—সাকার পূজার ব্যবস্থা করিতে বসিয়া সাকার মূর্ত্তি অসম্ভব, ইহা প্রতিপন্ন করা একতঃ ঘোর অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়তঃ যাহা প্রতিপাদ্য, তাহারই মূলচ্ছেদ, এ জন্য সংস্কৃত বচনের কূটার্থ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির উপায় এ স্থানে নাই। দ্বিতীয়তঃ—আমার পক্ষে অনুকূল কারণ কূট যথেষ্ট রহিয়াছে, কেননা, সাধকগণ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া লইলে, অনাদি সিদ্ধ শাস্ত্র কেন তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন?

২য়। সাধকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে সৃষ্টি করিলে পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি অসংখ্য সাধকের সৃষ্টকত রূপ হইয়াছে, এবং হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন, আবার সেই সকল রূপের উপাসনা করিলে যদি সিদ্ধি হয়, তবে শাস্ত্র সেই সকল উপাস্য মূর্ত্তির ধ্যান মন্ত্র ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতির পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন নাই কেন?

৩য়। মূর্ত্তি কল্পনা বিষয়ে যদি আমার স্বেচ্ছাধীনতা থাকে, তবে উপাসনার অনুষ্ঠান আমার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হইবে কেন?

৪র্থ। আমি আমার মনোমত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইলে সেই মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের আবির্ভূত হইবার দায়িত্ব কি?

৫ম। যদি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতে পারি, তবে মন্ত্র কল্পনা করিয়া লইতে পারি না কেন?

৬ষ্ঠ। আমার শক্তির দ্বারা যদি মন্ত্রশক্তি পরিচালিত হয়, তবে সে শক্তি, মন্ত্রে ব্যয় না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বনে উপাসনা করি না কেন?

৭ম। আমি যাহা আপনি কল্পনা করিয়া আপনি উপাসনা করিব, তাহার জন্য গুরুকরণ কেন?

৮ম। জীবের এমন আত্মশক্তি কি আছে ? যাহাতে সে, শাস্ত্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করিবে ?

৯ম। এরূপ সিদ্ধিলাভ কাহার কবে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা যুক্তিবলে বুঝিয়াছি, যে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অন্তঃকরণ অগ্রসর হইবে ?

১০ম। এরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে গিয়া যদি আমার পতন ঘটে, তাহার জন্য দায়ী কে ?

১১শ—। কত কালে এ সিদ্ধি ঘটিবে তাহার নিশ্চয় কি ?

১২শ। আত্ম-মনোময় সিদ্ধির জন্য আবার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রময়ী গায়ত্রীর উপাসনা কেন ?

ইত্যাদি কারণকূট আমার পক্ষে যেমন অনুকূল, তোমার পক্ষে আবার তেমনই প্রতিকূল, এখন এই সকল প্রতিকূল প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর না দিয়া " সাধকের কল্পিত রূপ " বলিবে তুমি কোন্ সাহসে ?

গায়ত্রীতন্ত্রে গায়ত্রী ধ্যানে উক্ত হইয়াছে " স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং " তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে লীলাময় দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন । আবার, যাঁহার রূপ, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন— ভগবদ্গীতায়াং

অজোপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।
যদা যদাহি ধর্ম্মস্ত গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অজ অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ার অবলম্বনে জন্ম গ্রহন করিয়া থাকি ।

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়েই আমি আত্মাকে সৃষ্টি করি।

সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কৃত [অসাধু] গণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

যোযে যাং যাং তনূং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

যে যে ভক্ত, আমার যে যে তনুকে ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই মূর্ত্তিতেই আমি সেই সেই ভক্তের অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে— দেবীমাহাত্ম্যে—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যা প্যভিধীয়তে ॥

সেই জগন্মূর্ত্তি-স্বরূপিনী দেবী নিত্যা, তৎকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার বহুপ্রকারে উৎপত্তি আমা হইতে শ্রবণ কর। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সময়েই তিনি " উৎপন্না " বলিয়া ত্রিলোকে অভিহিতা হইয়াছেন।

তত্রৈব— দেবীস্তবে—

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরানাং।
রূপৈ রনেকৈ র্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বা ম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥

অম্বিকে! অনেক রূপ অবলম্বনে আত্মমূর্ত্তিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ্টা মহাসুর গণের এই যে কদন [বিনাশ] তোমা কর্ত্তৃক সাধিত হইল, এ অনুগ্রহ অন্য কে করিতে পারে?

মহাভাগবতে-ভগবতী গীতায়াং দেবী হিমালয়সংবাদে—

সৃষ্ট্যর্থ মাত্মনোরূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রীতি প্রভেদতঃ। ১ ॥
শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা
শিব শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্বমেব পরাৎপরং। ২ ॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেন জগদেতচ্চরাচরং
সংহরামি মহারুদ্র-রূপেনান্তে নিজেচ্ছয়া। ৩ ॥
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপূরুষঃ
ভূতং জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে। ৪ ॥
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদি রূপতঃ
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে। ৫ ॥
রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং তত্রচ স্মৃতং
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যং নেহাত্মনঃ স্থিতং। ৬ ॥
রূপান্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদিকানিচ
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু পূর্ব্ব মুক্তং তবালয়ে। ৭ ॥
অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ। ৮ ॥
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্ব মাশ্রয়েৎ
ক্রিয়া যোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ
শনৈ-রালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পর মব্যয়ং। ৯ ॥

গিরি রুবাচ।

মাতর্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি
তেষু কিংরূপ মাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদিতে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

দেব্যুবাচ ।

ময়া ব্যাপ্ত মিদং বিশ্বং স্থূলরূপেন ভূধর
তত্রারাধ্যতমা দেবী-মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ১১ ॥
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাংনামানি মে শৃণু ॥ ১২ ॥
মহাকালী তথা তারা শোড়ষী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহা ত্রিপুরসুন্দরী
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃনাং মোক্ষফলপ্রদা
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥১৩॥
আসা মন্যতমাং তাত ক্রিয়া যোগেন চাশ্রয়
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতং ॥ ১৪ ॥
মা মুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতং
ন লভন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর ॥ ১৫ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৬ ॥
যস্তু সংস্মৃত্য মা মন্তে প্রাণং ত্যজতি ভক্তিতঃ
সোপি সংসারদুঃখৌঘে র্বাধ্যতে ন কদাচন ॥ ১৭ ॥
অনন্যচেতসা যে মাং ভজন্তে ভক্তিসংযুতাঃ
তেষাং মুক্তিপ্রদা নিত্য মহমস্মি মহামতে ॥ ১৮ ॥
শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপ মনায়াসেন মুক্তিদং
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষ মবাপ্স্যসি ॥ ১৯ ॥
যে প্যন্য দেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা
কিন্তু তাস্বেব যে ভক্তা স্তেষাং মুক্তিঃ সুদুর্লভা । ২০ ॥
ততো মামেব শরণং দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে

যাহি সংযতচেতা স্ত্বং মা মেষ্যসি ন সংশয়ঃ। ২১ ॥

পিতঃ নগশ্রেষ্ঠ ! সৃষ্টির নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃকই স্বেচ্ছাক্রমে নিজরূপ স্ত্রী পুরুষ ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ তন্মধ্যে শিব প্রধান পুরুষ এবং শিবা পরমা শক্তি, মহারাজ ! তত্ত্বদর্শী যোগিগণ এইরূপে আমা-কে শিবশক্তি-উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ২। এই চরাচর জগৎকে আমি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করি এবং প্রলয় কালে মহারুদ্ররূপে নিজেচ্ছাক্রমে তাহার সংহার করি।৩। মহামতে! আবার দুর্ব্বৃত্তগণের উপশমের নিমিত্ত পরম পুরুষ বিষ্ণুরূপে এই সৃষ্ট নিখিল জগৎকে আমিই পালন করি। ৪। মহামতে ! আমিই ক্ষিতিমণ্ডলে বারংবার রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দানবগণকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করি। ৫। তাত ! আমার এই সকল নিত্য এবং নৈমি-ত্তিক রূপ মধ্যে শক্ত্যাত্মক রূপ প্রধান, যে হেতু শক্তি ব্যতিরেকে পুরুষরূপী আত্মার কোন কার্য্য নাই ইহা স্থির।৬। রাজেন্দ্র ! উল্লিখিত এবং তোমার প্রত্যক্ষ এই কন্যাদি মূর্ত্তি এ সমস্তকেই আমার স্থূল রূপ বলিয়া জান, যাহা সূক্ষ্মরূপ তাহা পূর্ব্বেই তোমার নিকটে বলিয়াছি ॥ ৭ ॥ পর্ব্বত পুঙ্গব। এই স্থূল রূপের অভিধ্যান না করিয়া কেহ আমার সেই সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, যে রূপ দর্শন করিলে জীব নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভ করে ॥ ৮ ॥ সেই হেতু মুক্তি-অভিলাসী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে, এবং যথা বিধানে ক্রিয়া যোগ দ্বারা সেই সমস্ত রূপের সম্যক্ উপাসনা করিয়া ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে ॥ ৯ ॥

হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

মাত র্মহেশ্বরি ! তোমার স্থূল রূপ ত বহুবিধ, তাহার মধ্যে কোন রূপকে আশ্রয় করিলে জীব সহসা মুক্তিভাগী হইবে, মহাদেবি ! যদি আমাতে অনুগ্রহ থাকে, তবে এই বিষয়েরই উত্তর দাও ॥ ১০ ॥

দেবী বলিলেন—

ভূধর ! স্থূলরূপে মৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থূলরূপের মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি আরাধ্যতমা এবং শীঘ্র মুক্তিদায়িনী ॥১১॥ মহামতে। সেই দেবী মূর্ত্তি ও নানাবিধা, তন্মধ্যে আবার মহাবিদ্যা অতিশীঘ্র বিমুক্তিদা, মহারাজ ! তাঁহাদিগের নাম আমা হইতে শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ মহাকালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী বগলা, ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী [কমলাত্মিকা-স্থানীয়া] ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী ইহাঁরা সকলেই জীবের মোক্ষফল প্রদায়িনী, এই সকল মূর্ত্তিতে পরমা ভক্তি স্থাপন করিলে জীব নিঃসংশয় শীঘ্র মুক্তি লাভ করিবে ॥ ১৩ ॥ তাত ! ক্রিয়াযোগ দ্বারা ইহাঁদিগের মধ্যে কোন এক মূর্ত্তি আশ্রয় কর, একমাত্র আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পন করিলে নিশ্চয় আমাকে লাভ করিবে ॥ ১৪ ॥ ভূধর ! মহাত্মগণ আমাতে উপেত হইলে অশাশ্বত দুঃখালয় পুনর্জন্ম কদাচও লাভ করেন না ॥ ১৫ ॥ রাজন্ ! অনন্যহৃদয় হইয়া সতত যে আমাকে স্মরণ করে, আমি সেই ভক্তিযুক্ত যোগীরই মুক্তির বিধান করি ॥ ১৬ ॥ অন্ততঃ অন্তকালেও যে আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেও কখন সংসারের দুঃখ রাশিতে আর বাধ্য হয় না ॥ ১৭ ॥ ভক্তি সংযুক্ত হইয়া অনন্যহৃদয়ে যাহারা আমার ভজনা করে, মহামতে ! তাহা-দিগের পক্ষে আমি নিত্য মুক্তি প্রদায়িনী ॥ ১৮ ॥ মহারাজ ! অনায়াসে মুক্তিদ আমার শক্তিরূপ আশ্রয় কর, তাহা হইলেই মোক্ষলাভ করিবে ॥১৯॥ রাজেন্দ্র ! যাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করে তাহাতে সন্দেহ নাই, যে হেতু আমিই সর্ব্বময়ী এবং সর্ব্বযজ্ঞ ফল প্রদা। অর্থাৎ আমি যখন সর্ব্বময়ী তখন, পরমার্থতঃ দেবতা কেন ? এ জগতে আমা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই, যিনি যে দেবতারই কেন উপাসনা না করুন, সে

সকল দেবতাই আমার বিভূতি মাত্র, সুতরাং যিনি যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেন না করুন, সেই সেই যজ্ঞের আরাধ্য দেবতা স্বরূপে আমিই তাহার ফল বিধান করি। কিন্তু মহারাজ! যাহারা কেবল তাহাতেই ভক্ত, অর্থাৎ সেই সেই নিজ নিজ আরাধ্য দেবতাতেই ভক্তি পূর্ব্বক অন্যান্য দেবতাকে তাঁহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া তাহাতে উদাসীন বিরক্ত বা অভক্ত, তাহাদিগের মুক্তি নিতান্ত দুর্লভ ॥ ২০ ॥ অতএব দেহবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত সংযতচেতা হইয়া আমাতে শরণাপন্ন হও, আমাকে লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২১ ॥

নিরুত্তর তন্ত্রে—

শিবশক্তি র্দ্বিধা দেবি! নির্গুণা সগুণাপি চ
নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরং ব্রহ্ম সনাতনী।
পরঞ্চ পুরুষং বিদ্ধি মহানীলমণিপ্রভং
জ্যোতিশ্চ দক্ষিণা কালী দূরস্থা স্যাৎ প্রপঞ্চসু।

*　　*　　*　　*

অমা স্যা নির্গুণে সাপি অনিরুদ্ধসরস্বতী
সগুণা সুরগর্ব্বেচ মহাকালনিরূপিনী।
নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী র্মোহয়ত্যখিলং জগৎ।

*　　*　　*　　*

সা শক্তি র্দক্ষিণা কালী সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিনী
সিদ্ধ বিদ্যাসু সর্ব্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্।
অবিনা ভাব সম্বন্ধ স্তয়োরেব পরস্পরং
শিবোপি তত্র যুক্তশ্চেৎ, শক্তিঃ স্যাচ্ছিবযোগতঃ।
তয়ো র্যোগময়ং তত্ত্বং তয়ো র্যোগেন চিন্তনং
তয়ো র্যোগময়ং মন্ত্রং তয়ো র্যোগেন সংজপেৎ।
তয়োর্ম্মন্ত্রং মহামন্ত্রং ভোগমোক্ষপ্রদায়কং

ভোগেন লভতে মোক্ষং সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং ।
মহাকল্পতরুঃ কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী
ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশানাং ভুক্তি মুক্ত্যেককারণং
সা কালী গুরুতো রাধ্যা মন্ত্র তন্ত্র স্বরূপিনী ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বাক্যে

তবরূপং মহাকালো জগৎ সংহার কারকঃ
মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ।
কলনাৎ সর্ব্ব ভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ।
কাল সঙ্কলনাৎ কালী সর্ব্বেষা মাদিরূপিনী
কালত্বা দাদিভূতত্বা দাদ্যা কালীতিগীয়তে ।
পুনঃ স্বরূপ মাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতি
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেবৈকাবশিষ্যসে ।
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিনী
ত্বং সর্ব্বাদি রনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥

দেবি ! সগুণ নির্গুণ ভেদে শিব এবং শক্তি দ্বিধা বিভক্ত, তন্মধ্যে নির্গুণা পরব্রহ্মসনাতনী জ্যোতির্ম্ময়ী, নির্গুণ পরম পুরুষও মহানীল মণি-প্রভ জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই নির্গুণা জ্যোতির্ম্ময়ী দক্ষিণ কালিকা প্রপঞ্চ হইতে দূরস্থা, অর্থাৎ তাঁহার এই নির্গুণ স্বরূপ মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চের অবাঙ্মনসগোচর বলিয়া বহুদূরে অবস্থিত, যে হেতু নির্গুণ স্বরূপ, মায়ার অতীত, সুতরাং মায়িক জীবের সম্বন্ধে ও এই মায়াময় পারাবারের পারান্তরে অবস্থিত। নির্গুণ স্বরূপে সেই অনিরুদ্ধ সরস্বতী, অমা— অপরিমেয় প্রভাবা, কালী কপালিনী কুল্লা প্রভৃতি পঞ্চদশ শক্তি কলার মূল প্রকৃতিকলা। আবার সগুণ অবস্থায় মহাকারণার্ণবে নিজগর্ভে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেব প্রসব করেন, তখনই সর্ব্বাগ্রে মহাকাল প্রসবিনী। নারীরূপ অবলম্বন করিয়া তিনিই এই নিখিল

বিশ্ব চরাচর প্রসব করিয়াছেন। আবার বিষ্ণুমায়াস্বরূপে মহালক্ষ্মী-রূপে তিনিই এই অখিল জগৎ বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

সেই আদ্যা শক্তি দক্ষিণা কালীই সিদ্ধ বিদ্যা স্বরূপিনী এবং সমস্ত সিদ্ধ বিদ্যা স্বরূপে সেই দক্ষিণাই মূল প্রকৃতি এবং পুরুষস্বরূপিনী। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধ, অর্থাৎ একের ব্যতিরেকে অন্যের স্বরূপসত্তা নাই। পুরুষ শক্তি যুক্ত হইলে শিবস্বরূপ লাভ করেন, আবার শিবযুক্ত হইলে প্রকৃতি শক্তিস্বরূপ লাভ করেন। তাঁহাদিগের এই পরস্পরযোগময় অভিন্ন সম্বন্ধই পরব্রহ্মতত্ত্ব, এই যোগ সম্বন্ধ অবলম্বনেই তাঁহাদিগের চিন্তন, এই যোগ—সম্বন্ধময়ই মন্ত্র, এই যোগসম্বন্ধের ধ্যানযোগেই জপ করিবে। তাঁহাদিগের যোগ-সম্বন্ধময় মন্ত্রই মহামন্ত্র এবং ভোগ মোক্ষ উভয় প্রদায়ক, তন্মধ্যে ভোগাভিলাসী উপাসকও সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিবেন—মুমুক্ষু নির্ব্বাণকৈবল্যে বিলীন হইবেন ॥ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলাকাঙ্ক্ষীর, সম্বন্ধে অনিরুদ্ধসরস্বতী কালীই মহাকল্পতরুস্বরূপিনী, যে হেতু তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ভোগ এবং মোক্ষের এক মাত্র কারণ স্বরূপা। অর্থাৎ যাহারা মায়াবদ্ধ অপূর্ণ জীব, তাহারাই কল্পতরুর নিকটে নিজ নিজ কামনা অনুসারে প্রার্থনা করে, কিন্তু এ মহাকল্পতরুর বিশেষ এই যে যাঁহারা মায়াধিষ্ঠিত, মায়ার নিয়ন্তা, পরিপূর্ণ ঈশ্বর, তাঁহারাও নিজ নিজ ভোগমোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত, ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। সাধক গুরুমুখে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই প্রসাদবলে সেই মন্ত্র—তন্ত্র—স্বরূপিনী মহাকালকল্পলতা কালীর আরাধনা করিবেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেবীর প্রতি সদাশিবের বাক্য। জগৎ-সংহার কারক মহাকাল তোমারই রূপান্তর, মহা সংহার সময়ে কাল সকল বিশ্ব গ্রাস করিবেন, সেই সর্ব্বভূত সঙ্কলন হেতু তাঁহার নাম মহাকাল।

তুমি সেই মহাকালের ও সঙ্কলন কর বলিয়া তোমার নাম কালী, প্রসব সময়ে সর্ব্বাদি পুরুষ মহাকালেরও প্রসবিত্রী এজন্য আদ্যা, আবার সংহার সময়ে স[illegible] সংহারক মহাকালের ও সঙ্কলন-কর্ত্রী এজন্য কালী বলিয়া ত্রিলে[illegible]ক তোমায় গান কর। আবার নিরাকার স্বরূপে অজ্ঞেয় রূপ [illegible]নে বাক্যের অতীত মনের অগম্য তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট হও, সাকারা [illegible] নির[illegible]কারা, অর্থাৎ সাকার জীবের ন্যায় কোন আকারে আ[illegible] হেতু, নিজ মায়ার অবলম্বনে স্বেচ্ছানুসারে তুমি অন[illegible]পিনী। তুমি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি, অর্থাৎ তোমার আদি কেহ নাই। তুমিই জগতের কর্ত্রী হর্ত্রী এবং পা[illegible]িকা।

সাধক! [illegible] কি [illegible]প সাধকের কল্পিত তাঁহার নিজকল্পিত, ? শাস্ত্রে[illegible] [illegible]ক্ষা পরিস্ফুট প্রমাণ আর কি শুনিতে চাও? এই জন্যই ব[illegible]তেছিলাম, শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তোমার আমার বুদ্ধির দোষেই যাহা কিছু সর্ব্বনাশ। শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তোমার আমার তাহা বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয়, কেননা, বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই প্রথম বোধের উদয় হইয়াছে—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" সকল উদয়েই অস্ত আছে—কিন্তু বোধোদয়ে উদয় আছে, অস্ত নাই, ইহার উপক্রম উপসংহার উদ্দেশ্য পরিনাম কেবলই ঈশ্বরের স্বরূপ পরিচয়ে পরিপূর্ণ, তাই অনেকে ভাবিয়া অস্থির যে, শাস্ত্রও ঈশ্বরের বাক্য বোধোদয়ও ঈশ্বরের বাক্য, এখন ইহার কোন্‌টিকে অমান্য করিয়া নরকে যাইব? ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর যথার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত পদার্থ, কেন না, শাস্ত্র মতে ব্রহ্ম আর ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ এক নহেন কারণ, ব্রহ্ম নির্গুণ, ঈশ্বর সগুণ, ব্রহ্ম নিরাকার ঈশ্বর সাকার, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি

সংস্কারকর্ত্তা, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নানাজাতীয় উপধর্ম্মের সংস্রবে আজ্ কাল্ ব্রহ্ম আর ঈশ্বর এক হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কাঁঠালের আম সত্ত্ব আর কস্মিন কালেও ঘটে নাই—ঈশ্বরের এ ও এক অনন্ত-লীলা!! যাহা হউক, শাস্ত্রানুসারে যিনি ঈশ্বর পদবাচ্য তিনি কখনও নিরাকার হইতে পারেন না, কারণ [illegible] ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিশ্বকর্তৃত্ব। এই কর্ত্তৃত্ব [illegible] রহিয়াছে, তিনি কখনও নির্গুণ হইতে পারেন না—[illegible] নিরাকার হওয়াও অসম্ভব। আবার অভিমান মনেরই অবস্থা বিশেষ, অভিমান যাঁহার আছে, তাঁহার মন অবশ্য আছে, মন যাঁহার রহিয়াছে, দেহ তাঁহার অবশ্যম্ভাবী, দেহ যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, তিনি [illegible] এ কথা বলাই পুনরুক্তি। কি শাস্ত্র বলে, কি যুক্তি [illegible] কি ব্যতিরেকে বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরকে যিনি নিরাকার [illegible] তাঁহার এই অভিনব নাস্তিক[illegible] প্রাচীন নাস্তিকতা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর হইলেও শাস্ত্র যুক্তির তীব্র ঘাতের সম্মুখে অতি অকিঞ্চিৎকর।

বিদ্যালয়ের গুরুকরণের ফল ত এই, অতঃপর আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান বলে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ও স্থিরতর ধারণা এই যে—শরীরী ঈশ্বর কখন ও সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বান্তর্যামী হইতে পারেন না, কারণ শরীরী হইলেই তাঁহাকে মায়াবদ্ধ এবং অল্পজ্ঞ হইতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে যোগী ঋষি জীবন্মুক্ত পুরুষগণ যে অভ্রান্তদর্শীছিলেন ইহা ও অপ্রমাণ হইয়া উঠে, কেননা তাঁহারাও শরীরী। ঈশ্বর ত অনেক দূরের বস্তু, কিন্তু যোগী ঋষি সাধু সাধক গণের সিদ্ধিশক্তি ত এখন ও নিত্য প্রত্যক্ষ, এই প্রত্যক্ষ সত্য যাহা নাস্তিকের ও অ-পরিহার্য্য, আস্তিক হইয়া তুমি আমি তাহা অবিশ্বাস করিব কি করিয়া? তবেই এটুকু কি বুঝিবার কথা নহে যে, যাঁহার উপাসনা করিয়া মায়ানিয়ন্ত্রিত অল্পজ্ঞ জীব মায়াপাশ বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি কি আত্মসর্ব্বজ্ঞতা রক্ষা করিতে অক্ষম? গৃহের

কবাট উদ্‌ঘাটিত হইলে গৃহমধ্যস্থিত আকাশ যেমন সেই গৃহদ্বারপথে বাহিরের মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা যাঁহার প্রসাদে ত্রিগুণাত্মক মনের কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া অন্তরের জীবতত্ত্ব পরব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন করিয়া তাঁহার স্বরূপে মিশিয়া গিয়াছেন, তিনি কি স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে শরীর ধারণ করিয়া সেই মায়াসম্বন্ধে অসম্বদ্ধ বা নির্লিপ্ত থাকিতে অসমর্থ ?

শাস্ত্র বলিয়াছেন— শ্রীমদ্ভাগবতে রাসাধ্যায়ে—

যৎপাদ পঙ্কজ পরাগ নিষেব তৃপ্তাঃ
যোগপ্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপিন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্ত বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥

যাঁহার পাদ পঙ্কজ-পরাগ নিষেবনে পরিতৃপ্ত এবং যোগ প্রভাবে-বিধূত-অখিল কর্ম্মবন্ধ হইয়া মুনিগণ স্বচ্ছন্দচারী হইয়া ও বন্ধন গ্রস্ত হয়েন না, তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছানুসারে শরীর পরিগ্রহ করিলে তাঁহার বন্ধন সম্ভাবনা কোথায় ?

তবে মায়িক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মায়াসম্বন্ধ সত্ত্বে ও ভগবান্ মায়াবদ্ধ নহেন, ইহা অবশ্য জীবলোকের অলৌকিক বার্ত্তা, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব ? এই অলৌকিত্ব তাঁহাতে সম্ভবে বলিয়াই ত তিনি ঈশ্বর, এই লোকাতীত প্রভাবই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব। ইহাই ঈশ্বরের অষ্টসিদ্ধি।

শ্রীমদ্ ভাগবতে—শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে—

অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তি রিন্দ্রিয়ৈঃ

প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তি প্রেরণ মীশিতা।
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকাম স্তদবস্যতি
এতামে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্ম্মতাঃ॥

"অণিমা, অণুত্ব, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মত্ব। মহিমা, মহত্ব। লঘিমা লঘুত্ব। প্রাপ্তি—আমি সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এ জন্য সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অবগতি। প্রাকাম্য—শ্রুত এবং দৃষ্ট ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উপভোগ। ঈশিতা, শক্তি প্রেরণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিজীবলক্ষ্যে নিজ মায়া শক্তি বিস্তার। বশিতা, গুণে অসঙ্গ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে নির্লিপ্ততা। কামাবসায়িতা, কামের অবসায়িত্ব, অর্থাৎ আমি যে কোন সুখ—কামনা করি, তাহারই অবসান, শেষ সীমা প্রাপ্ত হই। হে সৌম্য! ইহাই আমার স্বভাবিক অষ্টসিদ্ধি" এই অষ্ট সিদ্ধি যাঁহাতে নিত্য অধিষ্ঠিত, তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী, ভগবান্ বা ভগবতী। এখন জীব! বলিয়া দাও এ সকল কি লৌকিক শক্তি? এই অলৌকিক সর্ব্বশক্তি যদি তাঁহাতে না থাকে, তবে যে তিনিও তোমার আমার মত জীব হইয়া পড়েন। তুমি আমিও যেরূপ মায়াবদ্ধ, তিনিও যদি তদ্রূপ মায়াবদ্ধ হয়েন, তবে আর জীবে ঈশ্বরে প্রভেদ কি? তিনি নিত্য মায়া সম্বন্ধ—বিজড়িত, হইলেও মায়া তাঁহার বশীভূত, তিনি মায়াময় হইয়াও মায়ার অতীত, তাই বেদান্ত মতে কথিত হইয়াছে—

চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধাচ সা
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে
মায়া বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ
অবিদ্যা বশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা সত্ত্ব রজ তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধা—যথা বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি মায়া এবং অবিশুদ্ধ-

সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি অবিদ্যা, তন্মধ্যে মায়াতে প্রতিফলিত চিৎপ্রতি-বিম্বের নাম ঈশ্বর এবং অবিদ্যা প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বের নাম জীব। মায়ার স্বরূপ এক, স্থতরাং তাহাতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরের ও স্বরূপ এক। নানাগুণময়ী অবিদ্যার স্বরূপ অনেক, স্থতরাং তাহাতে প্রতিফলিত জীবের স্বরূপও অনেক। জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর বশীকৃতমায় অর্থাৎ মায়াকে তিনি বশীকৃত করিয়াছেন, আর, জীব মায়াবশীকৃত অর্থাৎ মায়া [অবিদ্যা] জীবকে বশীকৃত করিয়াছেন। মায়া সম্বন্ধ উভয়েরই রহিয়াছে কিন্তু মায়া ঈশ্বরের অধীন, আর জীব মায়ার অধীন এই মাত্র জীবও ঈশ্বরে প্রভেদ। ঐশী শক্তির এই অলৌকিক প্রভাব মানব যতক্ষণ বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তত ক্ষণই মনে করে, ঈশ্বর সাকার হইলে তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী হইবেন কিরূপে? মানবের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ভগবদ্‌গীতায়াং—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিতং
পরং ভাব মজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং ॥

মূঢ়গণ আমার এই সর্ব্বভূতে মহেশ্বর পরম ভাব না জানিয়া অবতাররূপে মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ভগবতীগীতায় জগদম্বা ও হিমালয়কে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন—

এবমন্যেপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি।
নাহং তেষা মধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ ॥
এবং সর্ব্বগতং রূপ মদ্বৈতং পরমব্যয়ং
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া
যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা মায়া মেতাং তরন্তিতে ॥

এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাব আছে,

সে সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমার অধীনে এবং আমা-তেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, পর্ব্বতর্ষভ! আমি কিন্তু কখনও তাহাদের অধীনা নই, মহারাজ! আমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবগণ আমার এই সর্ব্বব্যাপী পরম অদ্বৈত অব্যয় রূপ জানিতে পারে না, কিন্তু পিতঃ! একান্ত ভক্তি সহকারে যাহারা আমাকে ভজনা করে, কেবল তাহারাই আমার এই দুস্তর মায়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরম রূপে প্রবেশ করে।

চন্দ্রালোকের সহিত চক্ষু সংযোজিত না হইলে যেমন চন্দ্র মণ্ডলের স্বরূপ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাঁহার উপাসনায় মনঃপ্রাণ উন্মত্ত না হইলে ও তদ্রূপ তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না, তাই শাস্ত্র সহস্র উপদেশ দিলে ও অনধিকারীর পক্ষে তাহা বধিরের কর্ণে সঙ্গীত বই আর কিছুই নহে।

আজ্ কাল্ আমাদের স্থূল আপত্তি এই যে, পরিচ্ছিন্ন আধারে কখনও অপরিচ্ছিন্ন আধেয় থাকিতে পারে না, সীমাবদ্ধ গৃহে কখনও অসীম আকাশ স্থান পায় না, যোজনব্যাপী সরোবরে কখনও বিশ্ব-বিপ্লাবনকারী জলরাশি পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্রূপ, ঈশ্বরের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে কখনও অপরিচ্ছিন্ন ঐশী শক্তি থাকিতে পারে না। এস্থলে বক্তব্য এই যে দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনায় কাব্য ইতিহাস বর্ণিত হইতে পারে, কিন্তু অলৌকিক তত্ত্বে লৌকিক দৃষ্টান্ত, সকল স্থলে সমান অধিকার পায় না। যাহা আমার দৃষ্টান্তের সহিত সম্মিলিত হইল, তাহাই ধ্রুব সত্য, আর যাহার সহিত দৃষ্টান্ত মিলিল না, তাহাই মিথ্যা এরূপ সিদ্ধান্ত লইয়া তত্ত্ব বিচারে অগ্রসর হওয়া বড়ই বিড়ম্বনার কথা। মনে করুন, লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যিনিই কেন যে কোন কার্য্য না করুন, কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই তাহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে, কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায় প্রণোদিত না হইলে কাহার ও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তিই আদৌ হইতে পারে না, এখন